মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন,
সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

TUT THE UNIQUE
(GOVT. REGD.) TOUR & TRAVELLERS
(L.T.C. / L.F.C. & Insurance Facility)
Organise of Package Tour, Hotel Booking,
Any Gr. Tour, Air / Rly. E-Ticketing,
Luxury Car / Bus & Other Services
(All over India & Overseas)
পূজা ও শীতাকালীন বুকিং শুরু হয়ে গেছে : লে-লাদাখ, কাশ্মীর, রাজস্থান,
অরুণাচল, কিন্নর-কল্পা, দার্জিলিং-গাংটক, ডুয়ার্স, নেপাল, ভুটান,
দঃ ভারত, উঃ ভারত, মধ্যপ্রদেশ ও বাংলাদেশ সহ অন্যান্য স্থান।
Mob.: 9477093885 / 9051935737
E-mail : theuniquetourtravellers@yahoo.com

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৬ শ্রাবণ– ২২ শ্রাবণ ,১৪২১ঃ ২ আগস্ট– ৮ আগস্ট, ২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.41, 2 August - 8 August, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

শহরে হেরিটেজ ধ্বংস করে বহুতল নির্মাণ

বরুণ মন্ডল

কলকাতা: রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনও পুরসভাই নিজ দায়িত্বে কোনও ভবনকে 'হেরিটেজ' তালিকা থেকে বাতিল করতে পারে না। কিন্তু কলকাতা পুরসভার অভ্যন্তরীন হিসাবনিকাশ অনুযায়ী, ২০০৭–এ কলকাতা পুরঅঞ্চলের মোট ১,৩৬৩টি ভবনকে হেরিটেজ তালিকায় রাজ্য সরকার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি অন্তর্ভুক্ত করেছিল। পরবর্তী সময় হেরিটেজ তালিকা থেকে ৪৪৬টি ঐতিহ্যবাহী ভবনকে বাদ দিয়ে ওই তালিকায় বাকি ৯১৭টি ভবনকে রাখা হয়। বেআইনিভাবে হেরিটেজ তালিকা থেকে বাদ যাওয়া হতভাগ্য ভবনগুলি পুরসভার কুকীর্তির সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ও বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে ১৮৩৫ সাল থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হিন্দু পেট্রিয়েট পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এককালে ৬৮/২, হরিশ মুখার্জি রোডের ঠিকানায় বাস করতেন। হরিশবাবুর ভবনটি হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেখানে একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবন তৈরি হয়েছে। বাগবাজারে প্রবাদপ্রতীম চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর বাড়িটি হাত বদল হয়ে এক বেসরকারি প্রোমোটারের হাতে চলে যায়। সেখানে একটি প্যালেস হোটেল নির্মাণের প্রস্তাব পুরসভায় জমা পড়ে। রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ যোগেন চৌধুরির মতো বিবিধ শিল্পীরা জোরালো আপত্তি তোলায় পরবর্তী সময় পুরসভা জমা পড়া প্রস্তাবটি বাতিল করে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অবস্থিত গৌরীপুর হাউস রাসেল স্ট্রিটে বিশপ হাউস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে কাশিম বাজার রাজবাড়ির নাম হেরিটেজ তালিকা থেকে সুকৌশলে ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

এর অধিকাংশই হয়েছে বিগত বাম পুরবোর্ডের সময়কালে। এ বিষয়ে তখন বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস লাগাতার চিৎকার চেঁচামেচি যুক্তিতর্ক জুড়লেও ক্ষমতায় এসে সেই তাদের মেয়র পারিষদরা 'কিছুই জানেন না' ভাব দেখাচ্ছেন। বর্তমান বিরোধী বাম পুর প্রতিনিধিদের বক্তব্য, বেসরকারী ডেভলপাররা এর বিনিময়ে পুরসভার হেরিটেজ করপাস ফান্ডে কোটি কোটি টাকা জমা দেওয়াই এই না জানার ভান করার কারণ। যদিও ডেভলপারদের দেওয়া ওই টাকাকে অভ্যন্তরীন অডিট রিপোর্ট বেআইনি বলে আখ্যা দিয়েছে। বাম পুরবোর্ডের আমলে মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি'র রিপোর্টে এ বিষয়ে কড়া সমালোচনা করা হয়েছিল। উক্ত কমিটির সে সময়কার সভাপতি তথা বর্তমান পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি সমর্থন করা যায় না।' কিন্তু অতীনবাবুর আমলে এ ছবি বদলায়নি। মহানাগরিকের বক্তব্য, 'তৃণমূল পুরবোর্ডের সময়কালে এ ধরণের অপকর্ম হয়নি।'

জবরদখলকারীদের বিক্ষোভ, আটকে যেতে বসেছে নামখানার স্থায়ী সেতু

মেহবুব গাজি

ডায়মন্ড হারবার: আবারও জমিজটে আটকে যেতে বসেছে রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্প। এবার জবরদখলকারীদের বিক্ষোভে পিছিয়ে যেতে পারে নামখানার হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর ওপর নতুন সেতু তৈরির কাজ। ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর এই সেতুটি নির্মাণ হওয়ার কথা। এলাকার মানুষদের দীর্ঘদিনের দাবি এই সেতুটি। এটি তৈরি হলে পর্যটনকেন্দ্র বকখালিতে সরাসরি সড়ক পথে যাওয়া যাবে। কিন্তু এই সেতু তৈরির জন্য প্রস্তাবিত সরকারি জমিতে দীর্ঘদিন বসবাস ও ব্যবসা করছে প্রায় হাজারের কাছাকাছি পরিবার। নামখানা ও নারায়ণপুর এলাকায় দখলকারী ৯১৮টি পরিবারের হাতে নোটিশ এসে পৌঁছেছে। গত তিন দিন ধরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের নোটিশ পাওয়ার পর নামখানার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও পরিবার মিলে জমি রক্ষা কমিটি তৈরি করেছেন। সেই কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার একটি বৈঠকও হয়। সেই বৈঠকের পর স্থানীয় বিডিও অফিসের সামনে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেলা প্রশাসনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। উল্টোদিকে কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক অমিত নাথ বলেন, 'বিষয়টি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। আমাদের কিছু বলার নেই।' সব মিলিয়ে এই টানাপোড়েনে পিছিয়ে যেতে পারে সেতু তৈরির কাজ।

এরপর পাঁচের পাতায়

আত্মঘাতী চিটফান্ড এজেন্ট

বাউন্সারদের দাপটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: টাকা ফেরত দিতে না পেরে আমানতকারীদের মারধর ও অত্যাচারের চাপে আত্মঘাতী হলেন এক চিটফান্ড এজেন্ট। মৃত এজেন্ট নীতিশ হালদার (৪৫), পেশায় পশু চিকিৎসক। মঙ্গলবার গভীর রাতে দক্ষিণ শহরতলির ফলতার সহরা গ্রামে বাড়ির পাশে সংস্থার একটি অফিসের মধ্যে আত্মঘাতী হন নীতিশ। এদিন সকালে প্রতিবেশীরা তাঁর দেহ দেখতে পান। নীতিশ মঙ্গলম চিটফান্ড সংস্থার এজেন্ট ছিলেন। পাশাপাশি তাঁর নিজের সঞ্চয়ের বড় অংশ সংস্থায় রেখেছিলেন। দেহের পাশ থেকে পুলিশ একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। নোটে মৃত্যুর জন্য সংস্থার শীর্ষ কর্তাদের দায়ী করেছেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় জনপ্রিয় নীতিশ গত তিন বছর ধরে চিটফান্ড এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর বাড়ির পাশে তৈরি হয়েছিল একটি শাখা অফিসও। এলাকা ও এলাকার বাইরে থেকে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা তিনি তোলেন।

এছাড়া নিজের ও আত্মীয়দের থেকে আরও ২২ লক্ষ টাকা সংস্থায় বিনিয়োগ করেন তিনি। কিন্তু সারদা–কেলেঙ্কারির পর সংস্থার সমস্ত অফিস বন্ধ করে গা ঢাকা দেয় কর্তারা। নীতিশ চাপে পড়ে যান। আমানতকারীরা তাঁকে টাকা ফেরতের জন্য চাপ দিতে থাকেন। নীতিশের ভাই রীতেশের অভিযোগ, 'দাদা সব মিলিয়ে ১ কোটি টাকার ওপর কোম্পানিতে রেখে ছিল। কিন্তু কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সব চাপ দাদার ওপর আসতে লাগল। বিশেষ করে কলকাতার আমানতকারী অখিলেশ প্রায় ৮–৯ জন বাউন্সার নিয়ে এসে বাড়িতে চড়াও হত। সবার সামনে দাদাকে মারধর করে চলে যেত। আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। ইদানিং দাদা টাকা ফেরতের চিন্তায় মানসিক অবসাদে ভুগছিল।' স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে নীতিশের সংসার। স্ত্রী মধুমিতার অভিযোগ, টাকা ফেরতের জন্য দীর্ঘদিন ধরে মারধর ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে আমার স্বামীকে। সবশেষে পাওনাদারদের চাপে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। কাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরে ঝুলন্ত দেহ দেখলাম। আমি চাই ওই চিটফান্ড এজেন্টের টাকা যারা আত্মসাৎ করেছে তাঁদের গ্রেফতার করে সরকার ফাঁসি দিক।' নীতিশের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

অনাড়ম্বরে বিদায় নবারুণের

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ছিল সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের প্রথম ও শেষ পরিচয়। সেই ভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে অনাড়ম্বর ভাবেই সৎকার সারা হল বিজন ভট্টাচার্য এবং মহাশ্বেতা দেবীর সুযোগ্য সন্তানের। সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের দেহ দখলের যে রাজনীতি আমরা দেখেছি তার থেকেও মুক্ত থাকল নবারুণবাবুর সমাপ্তি পর্ব। সিপিআইএমএল–এর রাজ্যনেতা পার্থ ঘোষ জানালেন, 'প্রয়াত সাহিত্যিকের শেষ ইচ্ছানুযায়ী সরকার বা কোনও প্রতিষ্ঠান যাতে দেহের দখল না নেয় সেদিকে নজর রেখেছিলাম আমরা।'

এরপর পাঁচের পাতায়

থানায় বসেই ভুল পরামর্শ, খবর নেই পুলিশ কর্তাদের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা: উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বিরুদ্ধে মহিলাদের ভুল পরামর্শ প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের নামে সংস্থাটি রীতিমতো থানার ঘরে বসেই, থানারই চেয়ার–টেবিল ব্যবহার করে সঙ্কটাপন্ন মহিলাদের দিনের পর দিন ভুল পরামর্শ দিয়ে চলেছে। পারিবারিক হিংসা তথা নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে পুলিশের সঙ্গে বিভিন্ন এনজিও বা বেসরকারি সামাজিক সংগঠনগুলি প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। এছাড়া পুলিশ বিশেষত, মহিলা পুলিশ সর্বদা পারিবারিক সমস্যার শিকার বধূ বা নারীদের সমস্যা দূর করে পুনরায় তাদের সংসারে সামিল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন, ব্যারাকপুর অ্যাভিনিউ ওমেন'স কালচারাল অ্যান্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অন্তর্গত 'সাথী' নামের লিগাল এইড সেলের বিরুদ্ধে, বিপদগ্রস্ত মহিলাদের ভুল পরামর্শ বা ধমক দিয়ে 'ডিভোর্স' বা বিবাহ বিচ্ছেদ নেওয়ার মতো বে–আইনি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হচ্ছে, বলে অভিযোগ।

এর ফলে এক অদ্ভুত আশঙ্কার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মহিলাদের মধ্যে। ঘর ভেঙে যাওয়ার ভয়ে আর কেউ নির্যাতনের অভিযোগ থানায় জানাতেই ভয় পাচ্ছেন। তারা ভাবছেন থানায় গেলেই জোর করে তাদের ঘর ভেঙে দেওয়া হবে। পারিবারিক ছোট খাটো নির্যাতনের শিকার এইসব মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তারা মোটেই চান না থানার ধমকে তাদের ঘর ভেঙে যাক।

এরপর পাঁচের পাতায়

বর্ষা উধাও, এসে গিয়েছে শরৎ, পুজো ভাসবে না তো?

শক্তিভূষণ সরকার

চলছে শ্রাবণ মাস। এসময় ধারা শ্রাবণের বৃষ্টিতে গোটা বাংলা জলে জলময় হয়ে থাকে, যেদিকে তাকানো যাবে দেখা যাবে শুধু জল! আর জল! ধারা বৃষ্টির একটানা বরিষণে বাইরে বের হওয়া যায় না। ঘরে ঘরে চলে খিচুরি, পাঁপড় ভাজার ধূম। হায়, সে বৃষ্টি আর নেই। এখন খটখটে রোদের জন্য ছাতা লাগে, বর্ষার জন্য নয়, হাওয়াবাবুদের যন্ত্রে ফুটে উঠেছে – বর্ষাকালে আর বর্ষার বৃষ্টি হবে না। গ্রীষ্মের পর বর্ষা উধাও। এসে গিয়েছে শরতের আবহাওয়া। বাতাসে পুজো পুজো ভাব।

আকাশে মেঘ আসে। মাঝে মধ্যে পাড়াতুতো বৃষ্টি হয় কিন্তু প্রকৃত বর্ষা হয় না। বৃষ্টির জন্য হাওয়া বাবুরা ভিক্ষার থালা হাতে প্রকৃতির কাছে নিম্ন চাপের আশা নিয়ে মানুষকে এখনও বর্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। আশঙ্কা হচ্ছে এই বর্ষা আগামী পুজো ভাসাবে না তো?

শ্রাবণের ধারা বৃষ্টির অন্যতম শর্ত রাজস্থানের মরুবক্ষে ৯৯৬ থেকে ৯৯৮ মিলিবার বায়ুর চাপ হতে হবে। অন্যত্র কোথাও এ চাপ থাকবে না, নদী–নালা–গাছপালা বেষ্টিত ভারত উপমহাদেশে সূর্যের উত্তরায়ণের আলোর তাপে ভরে উঠলেও মরুভূমির মতো রুক্ষ না থাকায় একমাত্র মরুতেই উত্তাপ অন্যান্য সব জায়গার তুলনায় বেশি হয়। তাই সেখানে সবচেয়ে বায়ু চাপ কম হয়। এই চাপ মরুবক্ষে যত কমবে তত সেখানে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। এই শূন্যতার প্রভাবে যে প্রগাঢ় টান দেখা দেবে তার জেরে তৈরি হয় মহা ভীমবেগের স্বতঃস্ফূর্ত মৌসুমীর চলন।

মৌসুমীর মৃত্যু

কেরল থেকে শুরু করে দক্ষিণ–পশ্চিম থেকে আগত হয়ে সারা দেশকে জলে বিধৌত করে শেষ হয় রাজস্থানের থর মরুভূমিতে। থর মরুভূমি যেন লড়াইয়ের কাজ করে। সারা ভারত উপমহাদেশে বর্ষার মেঘকে চালিত করে শেষপর্যন্ত গুটিয়ে টেনে নেয় মরুবক্ষ। মরুবক্ষ একটা প্রকৃতি ব্লাস্ট ফার্নেস। এই ফার্নেস ভারতবর্ষের মূল প্রাণকেন্দ্র। মরুভূমি আর হিমালয় পর্বতমালা আছে বলে, মৌসুমী আছে। এর যে কোনও একটিকে বাদ দিলে মৌসুমী প্রাণ হারাবে।

'মরু রিক্ত দীন বলেই আমরা এত বিত্তবান'। এই বিত্তবান মায়ের হৃৎপিণ্ডকে সরকার নিধন করেছে। হাওয়াবাবুরা নিধন কাণ্ডের বিরুদ্ধে এক বর্ণও প্রতিবাদ না করে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছে, এখনও করছে। হাওয়াবাবুরা সরকারকে মিথ্যার ঘোর অন্ধকারে টেনে নিয়ে খতম করেছে ভারত মাতাকে। ভারত মাতার মূল হৃৎপিণ্ডটাই মরুভূমি। তাকে খতম করার জন্য ভারত মাতা নিঃস্ব হয়ে ভিখারি হয়ে যাচ্ছে। হাওয়াবাবুরা এখন মান বাঁচাতে প্রকৃতির দুয়ারে নিম্নচাপের ভিক্ষা মেগে বেড়াচ্ছে। নিম্নচাপের বৃষ্টির সময় ভাদ্র–আশ্বিন মাস।

সে সময় মৌসুমীর ফেরার সূচনা। বর্ষাকালে দোর্দণ্ড বলশালী মৌসুমী যখন বীর বিক্রম গতিতে এগিয়ে যায় তখন ছোটোখাটো স্থানীয় নিম্নচাপের দাক্ষিণ্যের তোয়াক্কা রাখে না। তাই অতীতে কেউ কখনও বর্ষাকালে নিম্নচাপের বৃষ্টির কথা শোনেনি। এখন মরুচাষের মাধ্যমে মৌসুমীকে খতম করা হয়েছে। বিত্তবান মাকে শেষ করার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হাওয়াবাবুরা। নিজেদের দোষ ঢাকতে তাই তারা নিম্নচাপের ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে!

রামে মজেছেন লক্ষ্মণ, সেতুবন্ধনে ভারত নির্মাণ

পার্থসারথি গুহ

অচিরেই নাকি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিতে চলেছেন হলদিয়ার একসময়কার বেতাজ বাদশা লক্ষ্মণ শেঠ। নিজ মুখে তিনি স্বীকার না করলেও বাংলার রাজনৈতিক আকাশ বাতাসে এখন এই গুঞ্জনই শোনা যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মার্কস–লেনিনের নাম জপতেন যিনি এ হেন সেই লক্ষ্মণ শেঠের মুখে এখন কার্যত রাম নাম। বামেদের সঙ্গে রামেদের আঁতাত যদিও নতুন কিছু নয়। এই ব্রিগেডেই ভি পি সিংকে মাঝখানে রেখে দু'পাশ থেকে হাত ধরাধরি করেছিলেন জ্যোতি বসু এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীরা। সেই স্মৃতি উসকে এ দশকের আরও এক ডাকসাইটে প্রাক্তন সিপিএম নেতা লক্ষ্মণ শেঠ ধরতে চলেছেন বিজেপির হাত। যদিও লক্ষ্মণবাবুর বক্তব্য এখনই কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন না তিনি বা তাঁর সাঙ্গ–পাঙ্গরা। কিন্তু আগামী ১ আগস্ট কলকাতার গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে 'ভারত নির্মাণ' মঞ্চ গড়ে সেতুবন্ধনের রাস্তায় হাঁটছেন তাঁরা। হালফিলে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে লক্ষ্মণ শেঠের কাছে। প্রায় উঠতে বসতেই বিবেকানন্দ কপচাচ্ছেন 'নন্দীগ্রাম খ্যাত' (বা কুখ্যাত) এই প্রাক্তন হলদিয়া পতি। স্ত্রীধর্ম পালন করে লক্ষ্মণ পত্নী তমালিকা পণ্ডা শেঠ এবং পূর্ব মেদিনীপুরের গোটা সিপিএম দলটাই প্রায় তাঁর অনুগামী হয়েছেন।

স্বামীজির 'লেবেল আপ' এবং 'লেবেল ডাউন' ফর্মুলা মেনে সমাজের উঁচুতে বসে থাকা মানুষদের নিচে নামানো এবং দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে থাকা মানুষকে তুলে ধরার কথা তাঁর মঞ্চ বলবে বলে স্বগতোক্তি তমলুকের প্রাক্তন সাংসদের। এই মঞ্চ তপশীলি জাতি–উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের হয়ে লড়বে জানিয়েও লক্ষ্মণবাবুর সংযোজন সমাজের অপর অংশ অর্থাৎ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদেরও তাঁরা দূরে সরাতে চান না। এই কথার মারপ্যাঁচেই 'ভারত নির্মাণ' মঞ্চের আগামী দিনে বিজেপির সঙ্গে মিশে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হচ্ছে বলে রাজনীতির কারবারীদের অভিমত। বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান। তবে লক্ষ্মণ শেঠের মতো প্রাক্তন ডাকসাইটে সিপিএম নেতার গৈরিক শিবিরে সামিল হওয়াতে হয়তো ভালো চোখে দেখবেন না সাধারণ বিজেপি কর্মীরা। বাম জমানায় সিপিএমের হাতে তারা যেমন অত্যাচারিত হয়েছেন তেমনই আবার এই জমানায় ঘাসফুল সমর্থকদের রোষের মুখে পড়তে হচ্ছে মোদি অনুগামীদের। তাই কোনও ভাবেই সিপিএমের গন্ধ থাকা কোনও নেতাকে তাঁরা নিজেদের দলে দেখতে চাইবেন না। যেভাবে সিপিএমের কর্মী সমর্থকদের তৃণমূলে আগমনে শঙ্কিত হচ্ছেন দলের প্রবীণ কর্মীরা। তৃণমূলে যে 'রেড টিএমসি', 'গ্রিন টিএমসি' ভেদাভেদ তৈরি হয়েছে তা বিজেপিতে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন কেউ কেউ। নিজের তৈরি ভারত নির্মাণ মঞ্চ থেকে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, উন্নয়ন, দারিদ্র্যতা দূর করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সকলের জন্য কর্ম সংস্থানের কথা বলছেন লক্ষ্মণবাবুরা। মোদিকে যে ভাষায় নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রমণ করেছিলেন তাকে অসৌজন্যমূলক আখ্যা দিয়েও যুক্তরাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার স্বার্থে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সুসম্পর্ক চাইছেন লক্ষ্মণ শেঠ।

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি যেভাবে এগোচ্ছে তাতেও মজে রয়েছেন সিপিএমের বৃত্ত থেকে ছিটকে যাওয়া এই নেতা এবং তার সঙ্গীরা। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের প্রধান লড়াই হবে বলেও এখন থেকেই পূর্বাভাস করছেন তিনি। নিজের জেলায় বিজেপির ভোট যে রাজ্যের মধ্যে সবথেকে কম তা মেনে নিয়েছেন লক্ষ্মণবাবু। এই প্রসঙ্গে তাঁর সাফ অভিমত সঠিক নেতৃত্ব পেলে পূর্ব মেদিনীপুরে ডানা মেলবে পদ্মফুল। বিগত লোকসভা নির্বাচনে তমলুক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বাদশা আলমের অযোগ্যতাকেও তাদের পিছিয়ে থাকার কারণ বলে অভিহিত করেছেন তিনি। সিপিএম তথা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অশনি সঙ্কেত শুনিয়েছেন প্রাক্তন এই সিপিএম নেতা। সামনের নির্বাচনেও বামেদের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে স্পষ্ট বক্তব্য তাঁর। নিজের এক সময়কার কট্টর প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কেও মেপে পা ফেলছেন লক্ষ্মণ। শুভেন্দুর ডানা ছাঁটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে দলে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে বলে ধারণা লক্ষ্মণবাবুর। সর্বোপরি তিনি বারংবার বলছেন, **রাজনীতি কখনও অঙ্কের হিসেবে চলে না। এখানে প্রাধান্য পায় রসায়ন। আগামী দিনে লক্ষ্মণ শেঠের রসায়নাগারে পদ্মফুল নিয়ে অনেক পরীক্ষা–নিরীক্ষা যে চলবে তা কিন্তু নিশ্চিত।**

তৃণমূল, সিপিএম বিধায়ক, চেয়ারম্যান পিছিয়ে

বালিতে মোদি ঝড় পুরভোটের আগেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ দেখা দিয়েছে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে একদা বামদূর্গ হিসাবে পরিচিত বালিতে। এমন কি বালি বিধানসভা দখলে রাখা তৃণমূল কংগ্রেস বালি পুরসভায় বর্তমানে বিপর্যস্ত। বালি পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে ১৩টি বিজেপি এগিয়ে। বেবাক রাজনৈতিক হিসাব ও দেশ জোড়া তীব্র মোদি ঝড়ে টলে গিয়েছে। চলতি বছরের শেষে কিংবা আগামী বছরের শুরুতে সিপিএমের দখলে থাকা বালি পুরসভার নির্বাচন হতে পারে। তার আগে বালির রাজনীতিতে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে মোদি ঝড়ে লণ্ডভণ্ড বিজেপি উঠে আসছে। ফলে প্রশ্ন জাগছে আসন্ন বালি পুরসভা নির্বাচনে কি নতুন কোনও রাজনৈতিক শক্তির উত্থান হতে পারে বিজেপির হাত ধরে। লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে আশায় বুক বেঁধেছে জেলার বিজেপির নেতৃত্ব।

জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দেবাঞ্জল চ্যাটার্জী জানিয়েছেন ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আশাবাদী আমরা। পুরভোটের আগেই ঢেলে সাজানো হবে বালিতে দলীয় সংগঠন। আরও জোর দেওয়া হবে জনসংযোগে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে ২০১৪–র লোকসভা নির্বাচনে বালি পুরসভার ১১, ১২, ১৩, ২৩ থেকে ২৯, ৩১, ৩২ এবং ৩৪ এই ১৩টি ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে।

পুর এলাকার ১৯২টি বুথের মধ্যে লিড রয়েছে ৭৬টিতে, ২য় স্থানে ৩৩টি বুথে এবং ৮৩টি বুথে বিজেপি রয়েছে ৩য় স্থানে। বিজেপি সূত্রের খবর, বালি পুর এলাকায় মোট জন সংখ্যার ১২ শতাংশই হিন্দিভাষী। এই অংশের ভোটদাতাদের মধ্যে তো বটেই, সাধারণ বাঙালি ভোটারদের মধ্যেও তীব্র প্রভাব ফেলেছে মোদি ইমেজ। আগামী দিনে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকাণ্ড বাড়বে তাতে আরও জোরদার হবে বিজেপির জনপ্রিয়তা। এমনতর আশা বিজেপির নেতৃত্বের। যার ফলে আগামী দিনে বালি পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য ফল লাভের আশা করছেন। এই বিষয়ে অবশ্য রাজনৈতিক কারণ ও তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন।

সিপিএম তাঁর রাজনৈতিক শক্তি বালিতে হারিয়েছে বলে বিজেপি নেতাদের দাবি। তৃণমূলে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসেবে সিপিএমের ছত্রছায়ায় থাকতে অনেকেই ভরসা পাচ্ছেন না। দেবাঞ্জলবাবুর দাবি বালির বেশ কয়েকজন বাম নেতা ইতিমধ্যেই বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন আগামী দিনে তৃণমূলের মোকাবিলা করার জন্য বিজেপিকেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করছেন তাঁরা। বিশেষ করে রাজ্যে বাম এবং সিপিএম ক্ষয়িষ্ণু শক্তি হওয়ার পরে একই সঙ্গে কেন্দ্রে মোদির নেতৃত্বে শক্তিশালী এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসায়।

বিজেপির দাবি বাম শিবিরে পুরভোটের আগেই ভাঙন দেখা দেবে। পাশাপাশি তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের দিকেও তাকিয়ে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বালিতে শাসকদলের অভ্যন্তরীণ কাজিয়াতে ও নিজেদের অবহেলিত মনে করছেন এমন বেশ কিছু স্থানীয় তৃণমূল নেতা, কর্মীর সমর্থন পুরভোটে তাঁদের দিকে আসবে বলে, দাবি করেন দেবাঞ্জলবাবুরা। তাদের দাবি তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের কয়েক নেতা, কর্মী সমর্থক পুরভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন।

সিপিএমের জেলা কমিটির সম্পাদক বিপ্লব মজুমদার জানিয়েছেন, কেন বালিতে ফল খারাপ হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সিপিএমের কোন নেতা, কর্মী, সমর্থকের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। অন্য দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপারে বিজেপির বক্তব্যকে ও রীতিমতো নাকচ করে দিয়েছেন বালি পুরসভার বিরোধী দলনেতা তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রিয়াজ আহমেদ তাঁর দাবি আগামী পুরসভা নির্বচনে বালিতে ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল কংগ্রেসই। দলের কেউই বিজেপিতে যোগ দেবে না।

প্রসঙ্গত, এবারের লোকসভা ভোটের নিরিখে বালি পুর এলাকায় সবচাইতে বড় চমক বালি পুরসভার সিপিএম চেয়ারম্যান অরুণাভ লাহিড়ীর নিজের ওয়ার্ড ৯ নম্বরে সিপিএম পেয়েছে তৃতীয় স্থান। অন্যদিকে বালির তৃণমূল বিধায়ক সুলতান সিংহ যে ওয়ার্ডে থাকেন সেই ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলকে পিছনে ঠেলে এক নম্বরে উঠে এসেছে বিজেপি, মোদি ম্যাজিকে মাত ময়দান।

দেশি ও বিদেশি মদ

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার ঃ সরকারের ভান্ডারে রাজস্ব বাড়াতে আবগারি দফতর সাময়িকভাবে অনুমতি পেল লাইসেন্স প্রদান করার। এরফলে এখন থেকে দেশি মদের দোকানে গেলে যেমন পাওয়া যাবে বিদেশি মদ তেমনই আবার বিদেশি মদের দোকানদারের কাছে চাইলে পাওয়া যাবে দেশি মদ। অতিরিক্ত লাইসেন্স দেওয়ার জন্য সারা রাজ্যের মদ ব্যাপারীদের জমা দিতে হবে পঞ্চায়েত এলাকার জন্য ৫৮ হাজার টাকা এবং পুর এলাকার জন্য ৮৭ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। কর্পোরেশন এলাকা হলে দিতে হবে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এই কর্পোরেশনগুলি হল কলকাতা, হাওড়া এবং শিলিগুড়ি। এছাড়া অন্যান্য পুরসভা এলাকায় যাদের মদের দোকান রয়েছে তাদের দিতে হবে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই লাইসেন্সের মেয়াদ থাকছে ২৫–০৭–১৪ থেকে ৩১–০৩–১৪ পর্যন্ত। এর কারণ জানতে চাইলে আবগারি দফতরের এক আধিকারিক বলেন, সরকার নতুন করে লাইসেন্স দেওয়ার পক্ষপাতি নয়। কারণ, অনেক ভাবনা চিন্তা করে দেখা গিয়েছে নতুন লাইসেন্স দিলে বিভিন্ন রকম ঝামেলার সামনে পড়তে হবে। তার থেকে পুরনো দোকানে অতিরিক্ত লাইসেন্স দিলে রাজস্ব আদায় অনেকটাই বেড়ে যাবে। বর্তমানে রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রহের টার্গেট হচ্ছে ৩২০০ কোটি টাকা। সুতরাং সরকার আশা করছে এই অতিরিক্ত লাইসেন্স পাওয়ার পর তাদের ভাঁড়ার অনেকটাই পরিপূর্ণ হবে। এতদিন পর্যন্ত সুন্দরবন কোস্টাল এলাকায় বিদেশি মদ কিনতে গেলে বহু দূর যেতে হত। এখন থেকে পাড়ার দেশি মদের দোকানে গেলেই হুইস্কি আর রামের স্বাদ আস্বাদন করা যাবে।

দিন–দুপুরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার নোয়াপাড়ায় হৃদয় কুমার দাস নামক এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে সম্প্রতি চুরি হয়ে গেল ৭–৮ ভরি সোনার গহনা এবং প্রচুর মূল্যবান সামগ্রী। মেয়ের বিয়ের জন্য হৃদয়বাবু এই সোনা বাড়িতে রেখেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে একেবারে ভরদুপুরে। ঘুটিয়ারিশরিফ থেকে পরে লোকমাল হোসেন (১২) এবং আইসুদ্দিন সেখ (৩৬) নামক দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে সোনারপুর থানা।

কেন্দ্রের বঞ্চনায় হুগলির রেল প্রকল্পগুলি বিশবাঁও জলে

মলয় সুর, হুগলি: রেল বাজেটে বাংলার সঙ্গে হুগলি জেলারও কপাল পুড়ল। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় যেসব নতুন প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন সেগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়েও অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিজেপি সরকারের এহেন রেল বাজেটের তীব্র সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা। প্রসঙ্গত, পূর্বরেলওয়ে ডিভিশনে হাওড়া–ব্যান্ডেল শাখায় বৈদ্যবাটী ও ভদ্রেশ্বর স্টেশনের মাঝখানে খুঁড়িগাছি নামে একটি রেলওয়ে স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে স্টেশন করার দাবি জানিয়ে আসছেন। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন গণিখান চৌধুরীর কাছে এখানকার স্থানীয় মানুষ এ বিষয়ে তার কাছে বারে বারে দরবার করেছেন। কিন্তু স্টেশন নির্মাণের কাজ এগোয়নি। পরে খুঁড়িগাছি নতুন রেলওয়ে স্টেশন দাবি সমিতি নামক কমিটি গঠন হয়। কমিটিতে চাঁপদানি কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিষদীয় নেতা আব্দুল মান্নান–সহ মোট ২১ জন আছেন। যদিও এই কমিটি সর্বদলীয়ভাবে গঠন হয়েছে। এইদিকে খুঁড়িগাছিতে স্টেশন হওয়া খুবই জরুরি। কারণ, স্থানীয় মানুষের বৈদ্যবাটী বা ভদ্রেশ্বর স্টেশনে ট্রেন ধরতে সাইকেলে পৌঁছতে সময় লাগে ২০ মিনিট বা পায়ে হেঁটে ৩০ মিনিট। এছাড়া রিকশায় ভাড়া লাগে ২৫ টাকা। স্টেশন দুটির দূরত্ব ৫ কিলোমিটার এবং ইএমইউ লোকাল ট্রেনে সময় লাগে ৮ মিনিটের মতো।

> **“স্থানীয় বাসিন্দারা কলকাতায় অফিসে পৌঁছতে অথবা ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হন প্রতিনিয়ত।”**

বর্তমানে এই স্থানে জনসংখ্যা দু'লক্ষাধিক। স্থানীয় বাসিন্দারা কলকাতায় অফিসে পৌঁছতে অথবা ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হন প্রতিনিয়ত। এই কমিটির তরফ থেকে পূর্ব রেলওয়ে শাখার জেনারেল ম্যানেজার এবং হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএমকে পর্যন্ত ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় জনসাধারণ এই দাবিতে বহুবার সকালের দিকে রেল অবরোধ করেন। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তাতে কোনও সাড়া দেননি। এই স্টেশনের দাবিতে ১৯৮২ সালে স্থানীয় বাসিন্দারা লোকসভার ভোট বয়কট করেন। প্রয়াত তৃণমূল সাংসদ আকবর আলি খোন্দকারকে এলাকাবাসী রের্কড ভোটে জয়ী করেন। অন্যদিকে এলাকার মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুরাহা করবেন। এমনকী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন শেওড়াফুলিতে ডবল লাইন স্থাপন করার কাজ উদ্বোধন করতে এসে মমতা ঘোষণা করেন, খুঁড়িগাছি স্টেশনের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। কিন্তু স্টেশন নির্মাণের কাজ চলে যায় বিশবাঁও জলে। চাঁপদানিতে কয়েকটি জুট মিল থাকার দরুণ এই অঞ্চল পুরোপুরি অবাঙালি অধ্যুষিত। আজ পর্যন্ত এখানকার মানুষ যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপি'র চন্দননগর মণ্ডল শাখার সভাপতি নিত্য ঘোষদস্তিদার বলেন, যে প্রকল্পগুলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন সেইগুলি এবারের বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই কাজ হবেই।

ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা

ছবিতে সংগঠনের সম্পাদক সুমিত কুমার মাইতি–সহ অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েরা। ডিজাইন ডেস্টিনেশন–এর পরিচালনায় দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলের কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আয়লা বিদ্ধস্ত গ্রামের অসহায় শিশুদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন সমপিতা, শ্রবন্তী কলাকেন্দ্র রোটারি ক্লাবের (সাউথ সিটি টাওয়ার, বেহালা মেট্রোপলিটন ইনার হুইল ক্লাব/ মেট্রো) সদস্য–সহ অন্যান্য সংগঠন । অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে এগিয়ে আসে রাজা বিস্কুটের কর্তৃপক্ষ।

প্রতিবেদক: সোম তাপস

পশু চিকিৎসা এবং ফ্যাশন ডিজাইনিং–চাকরির সুযোগ অঢেল

কেরিয়ার গাইড

পশু চিকিৎসার ডিগ্রি কোর্স

পশু চিকিৎসক হতে হলে ভেটেরিনারি সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাশ হতে হয়। সারা দেশে প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেওয়ায় গ্রামে গ্রামে পশু চিকিৎসক নিয়োগের হার বাড়ছে। ভেটেরিনারি সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পশ্চিমবঙ্গে পড়ানো হয়। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কোর্সে থাকে এইসব বিষয়: অ্যানিম্যাল জেনেটিক্স অ্যান্ড ব্রিডিং, অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন, অ্যানিম্যাল প্রোডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, অ্যানাটমি, হিস্টোলজি অ্যান্ড এমব্রায়োলজি, ফিজিওলজি, গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স, মাইক্রোবায়োলজি ভেটেরিনারি মেডিসিন, ডেয়ারি কেমিস্ট্রি–সহ ১৭টি বিষয়। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও জুলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা এই কোর্স করতে পারেন। হস্টেল আছে। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য মোহনপুরে হস্টেল আছে। প্রার্থী বাছাই হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের বিজ্ঞপ্তি বেরোয় নভেম্বর মাস নাগাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা: বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদিয়া। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি শাখা আছে কোচবিহারে।

ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রির ডিগ্রি কোর্স পড়তে পারেন। ৫ বছরের কোর্স। এখানে এছাড়া ফিশারি সায়েন্স ও ডেয়ারি টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্সও পড়ানো হয়। এই ৩ কোর্সের ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিকে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ (তপশিলী হলে ২৬) বছরের মধ্যে। বিজ্ঞপ্তি বেরোলে যোগাযোগ করবেন এই ঠিকানায়: West Bengal University of Animal & Fishery Sciences, ৩৭ এ ৬৮ Khudiram Bose Sarani, Kolkata-37. পশ্চিমবঙ্গ–সহ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ভেটেরিনারি কলেজে সংরক্ষিত ১৫ শতাংশ সীটে 'ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি'র (বি.ভি.এসসি.অ্যান্ড এ.এইচ.) ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়। ইংরাজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি

বিষয়। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও জুলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা এই কোর্স করতে পারেন। হস্টেল আছে। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য মোহনপুরে হস্টেল আছে। প্রার্থী বাছাই হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের বিজ্ঞপ্তি বেরোয় নভেম্বর মাস নাগাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা: বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদিয়া। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি শাখা আছে কোচবিহারে।

ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রির ডিগ্রি কোর্স পড়তে অন্যতম বিষয় হিসেবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তপশিলী হলে ৪০ শতাংশ) নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি (বটানি\জুলজি) বিষয়ের মধ্যে যে কোনও দুটি বিষয় নিয়ে সায়েন্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তপশিলী হলে ৪০ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন। বয়স দরকার ন্যূনতম ১৭ বছর। ৬ মাসের ইন্টার্ণশিপ–সহ ৫ বছরের কোর্স।

প্রার্থী বাছাইয়ের সর্বভারতীয় এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয় মে মাসে। এই পরীক্ষায় ১৮০ নম্বরের প্রশ্ন হয়। এইসব বিষয়ে: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি। পড়তে পারবেন ২৩টি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়–সহ পূর্বাঞ্চলের এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে: ১) বিধানচন্দ্রর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর। ২) WBUA & FS, Belgachia, Kolkata. ৩) Veterinery College (AAU) Khanapada, Guwahati, (Assam), ৪) AAU, Jorhat (Asam), ৫) RAU, Pusa Samastipur (Bihar), 6) BAU, Ranchi (Bihar), ৭) OUA & T, Bhubaneswar (Orissa).

বিজ্ঞপ্তি বেরোবে ডিসেম্বরে, ফর্ম পাবেন হাতে হাতে এইসব ঠিকানায়: ১) The Registrar, Kerala State Veterinary Council, Peroorkada P.O., Thirubananthapuram, Kerala-695 005, ২) The Registrat, Manipur State Veterinary Council, Sanjenthong, Imphal-795001, Manipur. ৩) The Registrat, Mizoram State Veterinary Council, Directorate of Animal Husbandry & Veterinary Services, Aizawl-796 001, Mizoram. ৪) The Registrar, Tripura Veterinary Couoncil, Astabal Veterinary Complex, Agartala-799 001, Tripura. ৫) The Registrar, Sikkim State Veterinary Council, Deptt. of Animal Husbandry & Veterinary Services, Krish Bhawan, Tadong, Sikkim-737 602. যোগাযোগের ঠিকানা: The Controller of Examination, Veterinary Couoncil of INdia, 'A' Wing, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066. ওয়েবসাইটে:

www.vci.india.in/www/vcierooll/com.

ফ্যাশন ডিজাইনের কোর্স

কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজিতে 'ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল', 'ফ্যাশন অ্যান্ড লাইফ স্টাইল অ্যাকসেসরিজ', 'ফ্যাশন কমিউনিকেশন', 'ফ্যাশন টেকনোলজি'র ৪ বছরের ডিগ্রি ও 'ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের ৩ বছরের কোর্স পড়ানো হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজির মূল ইনস্টিটিউটটি আছে দিল্লিতে। কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই ও গান্ধিনগরে ইনস্টিটিউটের শাখা রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা 'ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল ডিজাইন' ও 'ফ্যাশন অ্যান্ড টেক্সটাইল ডিজাইনে'র ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় থেকে ৫টি বিষয় হিসাবে নিয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি পাশ করে থাকলে 'ফ্যাশন অ্যান্ড লাইফ স্টাইল অ্যাকসেসরিজ'এর ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির ও অঙ্ক নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা 'ফ্যাশন টেকনোলজি'র ডিগ্রির কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তপশিলীদের বেলায় ৪৫ শতাংশ) নম্বর থাকলে ফ্যাশন ডিজাইনের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য। প্রার্থী বাছাই হয় এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে। পূর্ব ভারতে কলকাতা, শিলিগুড়ি, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, পাটনা, রাঁচীতে। সফল হলে প ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ হয়। এছাড়াও এখানে ১ বছরে সান্ধ্য কোর্স পড়ানো হয়। ঠিকানা NIFT, LA Block, Near 16 No. Water Tank, Sector III, Salt Lake City, Kolkata-98. ফোন, ২৩৩৫ ৭৩৪২

কলকাতার অ্যাপারেল ট্রেনিং অ্যাড ডিজাইন সেন্টারে 'ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের ডিপ্লোমা' কোর্স পড়ানো হয়। ঠিকানা ঃ অ্যাপারেল ট্রেনিং অ্যান্ড ডিজাইন সেন্টার, ৩বি, সেক্টর ৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৯৮। ফোন ঃ (০৩৩৩)২৩৩৫৯৯৯৪।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ মেয়েরা অ্যাপেজ ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইনে 'প্রফেশনাল ডিজাইন' কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য। ঠিকানা: অ্যাপেজ ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন, ৫৪ তুঘলকাবাদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, মেহরাউলি, বদরপুর রোড, নয়া দিল্লি–১১০ ০৬২।

পার্ল আকাদেমি অফ ফ্যাশনে 'ফ্যাশন ডিজাইন' ও 'জুয়েলারি ডিজাইন'–এর বি.এ. (অনার্স) কোর্স পড়ানো হয়। উচ্চমাধ্যমিক পাশরা আবেদনের যোগ্য। পড়ানো হয় দিল্লি, জয়পুর ও চেন্নাইয়ে। প্রার্থী বাছাই হয় এন্ট্রান্স টেস্টের মাধ্যমে। বিজ্ঞপ্তি বেরোলে ভর্তির জন্য ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ডাকে নিতে হলে নির্দিষ্ট টাকার ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাবেন। 'Pearl Academy of Fashion' এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'নিউ দিল্লি'। ঠিকানা: Pearl Academy of Fashion, A-21/13, Naraina Industrial Area, Phase II, New Delhi-28, ফোন: (০১১)৪১৪১৭৬৯৩/ ৯৪। ওয়েবসাইট: www.pearlacademy.com

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ আগস্ট – ৮ আগস্ট, ২০১৪

মেষ: শিক্ষায় মনের মতো ফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। তথাপি আপনার একটু মানসিক উদ্বেগ বা চিন্তা থেকে যাবে। পতি–পত্নীর মধ্যে মনান্তরের যোগ। ধর্মীয় বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভাল বন্ধু লাভ।

বৃষ: গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। যোগাযোগমূলক কাজগুলি অথবা পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সু–সম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ।

মিথুন: আপনার সুন্দর ব্যবহারের জন্য আপনি সম্মান পাবেন। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে এবং লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির দ্বারা বিবাহ লক্ষিত হয়। সন্তান নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানি।

কর্কট: আপনার ন্যায়নিষ্ঠা ও শুভ বুদ্ধির জোরে আপনি বিশেষ সম্মান পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ থাকলেও নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। বন্ধু–বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। কর্মস্থলে সাবধান থাকবেন। শত্রুতার যোগ।

সিংহ: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও ব্যায় প্রচুর হয়ে যাবে। সন্তানাদি বিষয়ে চিন্তা থাকবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। প্রতারণার যোগ। শিক্ষায় বাধা হলেও শুভ হবে।

কন্যা: মানসিক চাপ থাকলেও কিছুটা ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় কিঞ্চিৎ বাধা এলেও সফলতা পাবেন।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মতো ফল পাবেন না। শুভফলের হানি ঘটতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সদগুরু লাভের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: সাবধানে চলাফেরা করবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। পরীক্ষায় সাফল্য লাভের যোগ রয়েছে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আহারাদি বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

ধনু: বন্ধুদের দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা আসবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ গোলযোগ অথবা কর্মে পরিবর্তন।

মকর: ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়, দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা এলেও সফলতা আসবে। গৃহে শান্তি কিছুটা বিঘ্নিত হবে। মাথা গরম না করে বুদ্ধি করে চলার সময়। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। কর্মস্থলে বিভ্রাট ঘটতে পারে।

কুম্ভ: গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বন্ধুরা যথেষ্ট সাহায্য করবে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। অতিরিক্ত ব্যায়ের জন্য মন উদ্বেগে ভরে যাবে। সম্মানীয় ব্যক্তিরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করবে। প্রতারণার যোগ রয়েছে।

মীন: আধ্যাত্মিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিশুদের শিক্ষারম্ভে শুভ হবে। সন্তানের উন্নতিতে আনন্দ। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় ও বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাবেন।

কলকাতা থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটারের মধ্যে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে গঙ্গাতীরে পারিবারিক ছুটি কাটানোর ঠিকানা

রিভারসাইড হলিডে ইন

- ইন্ডিয়ান ও চাইনিজ সুস্বাদু খাবারের অফুরন্ত সম্ভার
- এসি / নন এসি ঘর
- সবুজ বাগান
- সঙ্গে উষ্ণ আতিথেয়তা

দঃ রায়পুর, বজবজ ২নং ব্লক দঃ ২৪ পরগনা

কনফারেন্স হলের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ

9038098507
9038171313
9038098506

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২ আগস্ট–৮ আগস্ট , ২০১৪

বাংলায় সাংস্কৃতিক সংকট

রবি ঠাকুর তাঁর মহাপ্রয়াণের কয়েক মাস আগে 'সভ্যতার সংকট' লেখাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে ইংরেজকে একদিন এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোন আবর্জনা, কোন উচ্ছিষ্ট ভারতবর্ষে তারা ফেলে যাবেন। ইংরেজ চলে গিয়েছে অনেক দিন। যদিও তাদের অধিকাংশ বদ গুণগুলি রপ্ত করতে বেশি কসরৎ করতে হয়নি সাংস্কৃতিক পীঠস্থান কলকাতা তথা বঙ্গজ ভূমিপুত্রদের। শ্লীল–অশ্লীল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক থাকলেও বাংলার রুচি, বাংলার সংস্কৃতি নিম্ন গামী হতে শুরু করেছে বাণিজ্য ভাবনার হাত ধরে। বঙ্গ সংস্কৃতির নতুন আঙ্গিনায় নানারকমের সংস্কৃতির দালালদের উৎপাত শুরু হয়েছে। প্রকৃত স্বর্ণ যুগের জায়গায় ঝড়ের মতো বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রগতিশীলতার নামে চলে এল 'সব জান্তা সাংস্কৃতিক কর্মী বাহিনী'। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রেই সস্তা চমকের জাঁতাকলে বঙ্গ সংস্কৃতি বন্দী হয়ে গেল। সহজপাঠ বিতারণ দিয়ে শুরু আর 'মহানায়ক' দেবের উত্থান। র‍্যাপ–ব্যান্ডের তালে বাংলার সঙ্গীত মূর্ছনা হয়ে গেল বাংলার দাপুটে জগঝম্পের নৃত্যভূমি। ভাল সঙ্গীতকার, গায়ক, অভিনেতা, অভিনেত্রীর অভাব কোনওদিন ছিল না। কিন্তু অভাব হয়েছে সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির।

তিরিশ এপিসোডে থাকা কোনও বাংলা সিরিয়ালের শিল্পী হলেই কিংবা কোনও রাজনৈতিক দলের অনুগত হলেই 'বিশেষ সম্মান' অথবা 'বিশেষ পদে' বসানো হবে এমনটা হলে শিল্প এবং শিল্পীর প্রতি অমর্যাদা করা হয়। অভিনেতা তাপস পাল অবশ্যই অনেক বড় মাপের অভিনেতা। কিন্তু নেতা হিসেবে কতটা গ্রহণযোগ্য, কতটা সার্থক তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বহু গায়ক–নায়ক বঙ্গ সংস্কৃতি আঙ্গিনায় যাঁরা উত্তম পরবর্তী পর্যায়ে কিংবা কিশোর–হেমন্ত–মান্না যুগ অবসানে অনেক রুচিশীল সৃষ্টিধর্মী কাজে বাংলাকে এগিয়ে দিতে পারতেন তাঁরা 'সাংস্কৃতিক প্রমোটার'দের ফাঁদে আটকে পড়ছেন হয়ত বা বাধ্য হচ্ছেন।

বঙ্গ সংস্কৃতির সাহিত্য আঙ্গিনায় প্রকৃত লেখক–লেখিকারা ব্রাত্য হয়েছেন 'বড় বড়' প্রকাশনার বদান্যতায়। বাংলার এই সংস্কৃতির দৈণ্যতার বলী হচ্ছেন রবি ঠাকুর, স্বামীজি, নিবেদিতা, নেতাজি প্রমুখ। তাঁদের জীবন দর্শনকে বিকৃত ভাবনায় অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মোড়কে পাঠকদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাংলার বর্তমান প্রজন্ম শুধু ভুলই শিখছে না। তাদের মনে অতীতকে অশ্রদ্ধা করার বিষাক্ত বীজ দানা বাঁধছে। বাংলার শুভ বুদ্ধির জাগরণ ঘটুক। এটাই প্রার্থনা।

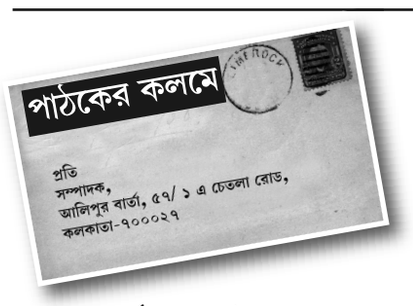

বর্ষা নেই, চাষ নেই, দুর্ভিক্ষ আগত?

আপনাদের কাগজ পড়ে জানলাম, মরুচাষের জন্য বৃষ্টি ঠিকমতো হচ্ছে না, শহরের মানুষ হিসেবে বৃষ্টি না হলে আমাদের ভালই লাগে। বর্ষায় বর্ষা না হলে জল পাড়াতে হয় না, কাদা পাড়তে হয় না। কিন্তু চাষের ক্ষেত্রে জল না থাকলে যে চাষ বন্ধ হবে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এটা ভেবে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ছি। বুঝতে পারি না বৃষ্টি বন্ধ করে সরকারের কি লাভ? বড় কাগজ ওয়ালারা বা এ ব্যাপারে নীরব কেন? রাজনৈতিক নেতারাই বা চুপ কেন?

দীপিকা দত্ত, বেলেঘাটা।

অমৃতকথা

২৯৬। প্রশ্ন: আপনি স্ত্রী নিয়ে ঘর করেন না কেন?

উত্তর: কার্তিক একদিন একটা বেড়ালকে নখ দিয়ে আঁচড়েছিল। পরদিন আপনার মার গালে একটা চিহ্ন দেখে সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'মা তোমার গালে নখের দাগ কেন?' জগদজ্জননী বললেন, 'বাপু! এ তোমারই নখের দাগ।' কার্তিক বললে 'আমার নখের দাগ তোমার গালে কি করে গেল?' মা বললেন, 'বাপু! কাল তুমি একটি বেড়ালকে নখ দিয়ে আঁচড়েছিলে মনে নেই।' কার্তিক বলল, 'বেড়ালকে আঁচড়ালুম তা তোমার গালে দাগ হল কি করে?' মা বললেন, 'বাপু! এ জগতে আমা ছাড়া কোনও জীব জন্তু নেই, তুমি যাকেই আঘাত করো না কেন, আমাকেই আঘাত করা হবে।' কার্তিক বিস্মিত হলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, এ–জীবনে আর বিয়ে করবেন না! তিনি কাকে বিবাহ করবেন? যাকেই বিবাহ করবেন তিনিই তাঁর মা। সর্বত্র মাতৃবোধ হওয়াতে তাঁর বিবাহ করা হল না। আমারও সেই দশ, আমি স্ত্রীলোক মাত্রকেই মা বলে জ্ঞান করি।

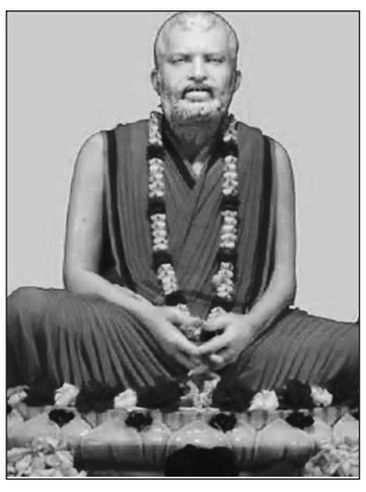

২৯৭। যে মাছ ধরতে ভালবাসে সে যদি শোনে অমুক পুকুরে বড় বড় মাছ আছে, তবে যারা সেই পুকুরে মাছ ধরেছে সে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে সত্যি সে পুকুরে বড় বড় মাছ আছে কিনা? যদি থাকে তবে কিসের চার ফেলতে হয়, কি টোপ খায় এসব বিষয় জেনে নিয়ে পরে সে সেই সব নিয়ে সেখানে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরতে গেলে একবারেই মাছ ধরা যায় না, সেখানে ছিপ ফেলে বসে থাকতে হয়। ধর্ম রাজ্যেও সেইরকম, মহাজনদের কথায় বিশ্বাস করে ও ভক্তি চার ফেলে, মন ছিপে, প্রাণ কাঁটায় নাম টোপ দিয়ে বসে থাকতে হয়।

২৯৮। মাছ যত দূরেই থাক না কেন, ভাল ভাল চার ফেলা মাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবানও সেইরকম বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র এসে হাজির হন।

২৯৯। যাকে ভূতে পায় সে যদি জানতে পারে যে তাকে ভূতে পেয়েছে, তা হলে ভূত পালিয়ে যাবে। মায়াচ্ছন্ন জীবও যদি জানতে পারে যে তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে, তা হলে মায়া তার কাছ থেকে পালায়।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

'নরেন্দ্র মোদি ও রামকৃষ্ণ মিশন'

সঞ্জয় ঘোষ

সংবাদে প্রকাশ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একদা রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হতে চেয়ে একবার নয় দু'বার গিয়েছিলেন এবং বলাবাহুল্য দু'বারই মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, সন্ন্যাস জীবন তাঁর জন্য নয়। জীবনে তাঁর পথ অন্য।

ব্যক্তি জীবনে বেলুড়মঠ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সূত্রে জানি, দু'টি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে। ভারতের অন্যসব ধর্মীয় সংগঠনের মতো রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান অথবা সন্ন্যাসী হওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। সঠিক যোগ্যতা সম্পন্ন প্রকৃত প্রার্থীদের প্রবীন সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস জীবনের জন্য বেছে নেন। এটি হল প্রথম শর্ত। আর দ্বিতীয় কথা হল, বিভিন্ন জুয়েলারি শপে বসা বড় বড় জ্যোতিষীদের চেয়ে কিছুমাত্র কম যান না মঠের প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজরা। তাঁরা যা বলেন তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। অনুমান করে কখনও ঢিল ছোঁড়েন না। তার যথার্থ প্রমাণ আছে এই লেখকের কাছে। তবে তা এখানে প্রকাশ করা অনুচিত। তার চেয়ে বরং কথাটা অন্যভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করি।

হয়ত প্রাসঙ্গিক নয় একেবারেই, তবু এ লেখার শুরুতেই এমন একজনের কথা বলি, যাঁর কথা শুনলে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন, মঠের সন্ন্যাসীদের ভাবদর্শন বা ভবিষ্যৎ দর্শন কতটা গভীর ও সুদূরপ্রসারী হতে পারে। জীবনের একেবারে প্রাক লগ্নে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও চেয়েছিলেন বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হতে। কিন্তু তিনিও তা হতে পারেননি। সেদিন মঠের প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। অর্থাৎ রাখাল মহারাজ। তিনি তরুণ সুভাষকে প্রায় এই একই কথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দেশ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। সন্ন্যাস জীবন তোমার জন্য নয়।

সেদিন ভারত ছিল পরাধীন। অতঃপর ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে নেতাজির অবদান কি এবং কতখানি, তা দেশবাসী মাত্রই জানেন এবং মানেন। আর একথাও মানবেন নেতাজির ভবিষ্যৎ দর্শন কতখানি নিখুঁতভাবে করেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মানন্দজি। তিনি ঠিক কি বুঝেছিলেন আমরা আজ তা অনুমান করতে পারছি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় নেতাজির মতো ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির জীবনের কোনও কিছুতেই মিল হয়ত নেই। শুধু বিবেকানন্দের অনুরাগী হওয়া ছাড়া। কিন্তু দু'জনেই শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে এসেছিলেন সন্ন্যাসী হতে। কিন্তু তা পারেননি। দু'জনেই জীবনের দু'পথে চলে গিয়েছেন। ভেসে গিয়েছেন জীবন জোয়ারে। তবে ভাসতে ভাসতেও ভেলার মতো রামকৃষ্ণ মিশনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে ভুলে যাননি। মিল এইটুকুই, তবে মোদির তুলনায় নেতাজির অবস্থান পর্বত প্রমাণ উঁচুতে।

আজ মোদি ভারতবর্ষের মতো এক বিরাট, বিশাল দেশের সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। যে দেশ জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের দ্বিতীয় এবং গণতান্ত্রিকক পরিকাঠামোয় দুনিয়ায় প্রথম। যে দেশ বৈচিত্র্যের মধ্যেও পৃথিবীতে প্রথম। যে দেশ দরিদ্র হলেও শান্তিকামী। কখনও কোনওদিন আগ্রাসী নয়। পীড়নকারী নয়, তবে এর অর্থ দুর্বল বা ভীরুও নয়, নির্ভীক। প্রয়োজনে বুক চিতিয়ে লড়াই করে মৃত্যুকে আহ্বান করতে জানে। এটাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। আর এই আদর্শের প্রাণভোমরা আধ্যাত্মিকতা। যে আধ্যাত্মিকতা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষকে প্রাণশক্তি সঞ্চার করে চলছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি, যিনি একদা রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলেন এবং যিনি সন্ন্যাসী না হয়েও বহুবছর মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছেন, তিনি এই আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত বলেই বিশ্বাস করি। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানারকম মিশ্র সংস্কৃতির দেশ এই ভারতবর্ষ। সর্বোপরি, নানা মত ও নানা ধর্ম। সব মিলেমিশে একাকার। স্বামীজির আদর্শ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা এখানে মোদির জীবনে এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের কঠিন পরীক্ষায় বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি তাঁর অনন্যতা প্রমাণ করতে পারেন তাঁর কাজের এবং যোগ্যতাবলে। আগের সরকারের হয়ত অনেক ত্রুটি ছিল। সরকার পরিচালনায় অনেক গলদও ছিল নিশ্চয়ই, তাই না অনেক আশা নিয়ে দেশবাসী তাঁকে বিপুলভাবে জয়ী করেছেন – অতঃপর মানুষের এই আশা, ভরসা এবং বিশ্বাসের মর্যাদা তাঁর রাখা উচিত।

দেশকে অর্থনৈতিকভাবে আরও অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার কাজটি প্রথম। সেই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যুবকল্যাণ, দরিদ্র দূরীকরণ, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ বাকি। প্রতিবেশি দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক যা গোড়াতেই তিনি শুরু করেছেন, একটি বিশেষ বার্তাও দিয়েছেন। বার্তাটি হল ভারত একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী। সেই সঙ্গে চিনও এই বার্তা পেয়েছে। চিনের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সমগ্র এশিয়ার এমনকী গোটা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সর্ববৃহৎ শক্তি আমেরিকার সঙ্গে তাঁর কেমন সম্পর্ক হবে তা ভবিষ্যৎই বলবে। যে আমেরিকা তাঁর ভিসা পর্যন্ত আটকে দিয়েছিল তারা তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এটিও দারুণ আবেগপূর্ণ এবং কূটনৈতিক বিষয়। আগামী পাঁচ বছর আরও অনেককিছু দেখার আছে। তার বিশাল গুরুদায়িত্বের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশনের মতো একটি বিশ্ববন্দিত সংগঠনের জন্য তিনি বিশেষ কোনও আনুকূল্য করেন কিনা তাও দেখার। এই সংগঠনকে দিয়েও তিনি দেশের অনেক জনকল্যাণকর কাজ করতে পারেন। এর থেকে বড় স্বামীজির কাজ আর হতে পারে না। হতেই পারে না। পরিশেষে আর একটি কথা। তিনি তো আর এখন ক্ষমতার বৃত্তে নয়, একেবারে ক্ষমতার চূড়োয়। দল, দেশ, জাতি সব তাঁর হাতের মুঠোয়। কারও কথায় তাঁর চলার দরকার নেই। কারও অপেক্ষায় থাকারও দরকার নেই। বাস্তবেই এত ক্ষমতা অনেকদিন কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পাননি। তাই বলার কথা এই যে, কর্তৃত্বের অহংবোধ তাঁর চলার পথে ছায়া না ফেলে। নিজের কোনও ভুলকে ঠিক বলে মনে না হয়। তা যদি না হয়, আর নিজেকে সঠিক অবস্থানে রেখে সর্বময় কর্তার মতো সব কাজ ঠিকমতো করে যান তাহলে ভারতবাসী তাঁকে আলাদাভাবে মনে রাখবেই। তিনি ইতিহাসে বিশেষভাবে স্থান পাবেন। যেমনটা তাঁরই এক পূর্বসুরী অটলবিহারী বাজপেয়ী পেরেছিলেন।

পুনশ্চঃ এই লেখা পড়ে কেউ যেন না ভাবেন, সুভাষচন্দ্র বা নরেন্দ্র মোদি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হওয়ার যোগ্য প্রার্থী নন। কিন্তু এই লেখার উদ্দেশ্য হল, তাঁরা যথেষ্টই যোগ্য, যদিও তাদের পথ আলাদা।

গণেশ ঘোড়াই এখনও রাস্তায় রাস্তায় বেণীপুতুলের নাচ দেখান

দীপককুমার বড় পণ্ডা

ভিড়টার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একজন বেণীপুতুল নাচ দেখাচ্ছেন। খেয়াল করলাম, যিনি দেখাচ্ছেন, তাঁকে আমি চিনি। বুঝলাম, তিনিও আমাকে চেনেন। কিন্তু কোনও কথা বললেন না। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। পুতুল নাচ দেখানো শেষ হলে, মানুষটা সকলের সামনে হাত পেতে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তখনও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সবাই চলে গেলে, তিনি লেখালেখিও হচ্ছে।

ওঁকে বললাম, আমাদের এক বন্ধু ড. অতসী নন্দ গোস্বামী–তো বেণীপুতুল–এর ওপর আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছেন। তিনি সে তথ্যও জানেন। বললেন, 'হ্যাঁ, দিদি তো আমাদের গ্রামে খুব আসতেন।'

আমাদের রাজ্যে নানারকম পুতুল নাচ হয়। সুতোয় টানা পুতুল, ডাণ্ডের পুতুল, ছায়া পুতুল এবং আর একটা হল এই বেণীপুতুল। তোমরাই বাঁচিয়ে রেখেছ লোকসংস্কৃতির এই আঙ্গিকটা। কিন্তু পাঁচ–দশ টাকা দেওয়ারও নাম করে না। শুধু জ্ঞান দিয়ে চলে যায়।' গণেশের মুখে–চোখে বিরক্ত ফুটে ওঠে। মাঝেরহাট স্টেশনে পৌঁছাই। আমাদের ট্রেনটা ঢোকে। বালিগঞ্জ যাওয়ার ট্রেনটায় দু'জনে উঠে পড়ি। গণেশের সাইড ব্যাগের হাতলটা কাঁধের কাছে ছেঁড়া। ভেতরে লোকসংস্কৃতির একটা বিলুপ্তপ্রায় উপাদান উঁকি মারছে। গণেশের লম্বা চুল বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো। জামাকাপড় বেশ নোংরা। জামার কলার–এর কাছে কালো একটা আস্তরণ। মুখটা ঘামে জবজব করছে। তিনি এখন আগরপাড়ায় থাকেন। থাকা মানে রাত্রে কোম্পানির ফাঁকা জায়গায় শুধু শোয়া। সারাদিন বাইরে টই টই করে ঘোরা আর রাস্তার হোটেলে খাওয়া। এই হল গণেশের রোজনামচা।

যাওয়া আসার পথে–পথে

যখন ব্যাগ গোছাচ্ছেন তখন বললাম, কেমন আছেন? তাকিয়ে কেউ কোথাও নেই দেখে বললেন, আপনি যে আমার পরিচিত সেটা কাউকে বুঝতে দিলাম না।

– কেন?

– আপনি আমার চেনা সকলে জানলে অসুবিধা কোথায়?

– আপনার সম্মান যেতে পারত।

– সে কি কথা, সম্মান কি এত চুনকো যে, যখন তখন চলে যায়! আর আপনি তো লোকসংস্কৃতির একটা বিশেষ দিক সবার কাছে তুলে ধরছেন। এটাতো ভালো।

– ধুর মশাই। লোকসংস্কৃতি! যারা এই বেণীপুতুলের নাচ দেখিয়ে সরকারি চাকরি পেল, তারাই আমাদের ঘেন্না করে। তারপর সম্মান! তবে ওরা এখন অবশ্য খানিকটা মান্যিগন্যি করে। গ্রামে সাংবাদিকরা আসছে, এসব দেখে তো। বেণীপুতুল নিয়ে এখন বেণীপুতুল হাতে নিয়ে দেখানো হয়। একে কেউ কেউ দস্তানা পুতুলও বলেন। আগে এই পুতুলগুলোর মুখ হত মাটি দিয়ে। মাটি পুড়িয়ে তাতে চোখ, মুখ, নাক আঁকা হত। কিন্তু মাটির পুতুলগুলো খুব ভারি ছিল, নাচাতে কষ্ট হত, আবার নিয়ে ঘুরে বেড়ানোও ঝামেলা ছিল। তাই শিল্পীরা এখন কাঠের গুঁড়ো, পেপার মন্ড এবং থার্মোকল প্রভৃতি দিয়ে পুতুল বানান। নানারকম রঙবেরঙের কাপড় দিয়ে সাজান পুতুলগুলিকে। বেণীপুতুল আগে রাস্তায় রাস্তায় দেখানোর চল ছিল, এখন সেইভাবে কেউ দেখাননা। যে দু–একজন এখনও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেণীপুতুলের নাচ দেখান, গান শোনান এই গণেশ ঘোড়াই তাঁদের মধ্যে একজন। গণেশের দাবি, 'আমিই একমাত্র রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেণীপুতুল নাচ দেখাই।'

গণেশের ব্যাগ গোছানো হলে, দু'জনে হাঁটতে লাগলাম। আলিপুর মিন্ট–এর কাছ থেকে মাঝেরহাট স্টেশনের দিকে এগোচ্ছি, গণেশ বললেন, 'রাস্তায় অনেক চেনা লোক বেরোয়। তারা বলে, বা! ভালো কাজ করেছ। দেখাতেন। এখন রাস্তায় দেখা হলে আমাদের সঙ্গে আর কথা বলেন না।'

– কেন? জানতে চাই।

– এখন তো ওরা বাবু হয়ে গেছে। আমাদের পরিচয় দিলে ওদের সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে, এই ভয় পায়। তবে কেউ কেউ আবার কথা বলে অবশ্য। আমি আগে বলি না, দেখি ওরা বলছে কিনা, তারপর কথা বলি।

– কিন্তু এইভাবে কলকাতার ব্যস্ত শহরে লোক জমাতে পারছেন?

– পারছি তো দেখলেন, কিন্তু যত লোক আসে, তত পয়সা আসে না।

– তবে করছেন কেন?

– এর একটা ঐতিহ্য আছে। একে আঁকড়ে বাঁচতে চাই। এছাড়া আর কোনও কাজ শিখিনি তো। তাই এটা নিয়েই বাঁচতে চাই। আমাদের এত অসুবিধা হত না, যদি সরকারি সাহায্যটা পেতাম, তবে চলে যেত।

– সরকার তো আপনাদের মতন শিল্পীদের দিয়ে নানারকম সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করাচ্ছে। আপনি তো সেটা করতে পারেন। প্রস্তাব দিই।

– কোথা থেকে করব? ঐসব অনুষ্ঠান করতে হলে গ্রামে–গঞ্জে গিয়ে নিজের ট্যাঁকের টাকায় করে আসতে হবে। প্রোগ্রামের সার্টিফিকেট জমা দিলে, তবে টাকা পাব। আমরা গরিব লোক একদিনে তিন–চারটে অনুষ্ঠান করার টাকা পাব কোথায়?

এটা একটা বাস্তব অসুবিধা। গণেশকে বোঝাই, সরকার নিশ্চয় এই বিষয়ে ভাববেন। ওঁর কাছে জানতে চাই, –ট্রেনে পুতুল নাচ করেন না?

– কোনওদিন করিনি। কেউ কোনও পয়সা দেবে না। শুধু শুধু দেখবে। নিজের ওয়েট নষ্ট করব কেন?

ট্রেন এবার চলছে। গণেশের গলার জোরে এবং বলার ভঙ্গিমায় অনেকে আকৃষ্ট। তাঁরা কেউ কেউ ওঁর কথা শুনছেন মন দিয়ে। কোথাও কল–শো থাকলে গণেশ রাধা–কৃষ্ণ কিংবা অন্যান্য পৌরাণিক গান করেন। আর রাস্তাঘাটে করেন আধুনিক গান। গণেশের কথা, 'পুরানো দিনের গানে রাস্তায় লোক জুটবে না। রাস্তায় লোক টানতে হলে একটু জমাটি গান গাইতে হয়।' সরকারি অনুষ্ঠানে না গেলেও সুযোগ পেলে গণেশ সবাইকে বোঝান,

'ওরে চল সবাই মিলেমিশে পাঠশালায় যাই।
পিতামাতা গুরুজন সবার কথা শুনব
দাঁতটি মেজে মুখটি ধুয়ে জলখাবার খাই
ওরে চল সবাই মিলেমিশে পাঠশালায় যাই.....'

ট্রেন বালিগঞ্জ স্টেশনে ঢুকল। ভিড়ের চাপে ছিটকে গেলাম। গণেশকে পেলাম না। গণেশ একটা মোবাইল নম্বর দিয়েছিলেন, ফোন করলাম ওতে, কিন্তু সেটা এখন বন্ধ।

আটকে যেতে বসেছে নামখানার স্থায়ী সেতু

একের পাতার পর

কোনা থেকে বকখালি পর্যন্ত ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ঘোষণা হয় ইউপিএ–২ সরকারের আমলে। এই সড়কের মধ্যে পড়ে নামখানার হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদী। নামখানা ব্লকে বসবাসকারীরা এই নদীতে নৌকো করে পারাপার করেন। এছাড়া একটি বার্জে পার করানো হয় যানবাহন। কিন্তু সেটাও দিনের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জে পৌঁছনোর এটাই একমাত্র পথ। বর্তমানে দু'দিকে অস্থায়ী ফেরিঘাট আছে। সেই ফেরিঘাটের আশেপাশে সরকারি জমিতে দীর্ঘদিন ধরে গজিয়ে উঠেছে দোকান ও বাড়ি। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা দেড় হাজারের কাছাকাছি। এই সেতু তৈরির জন্য আগের বাম সরকারের আমল থেকে তদ্বির শুরু হয়। তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেন। সম্প্রতি সেতুটির নির্মাণের জন্য ২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। মঙ্গলবার জমি রক্ষা কমিটির পক্ষে বকুল মাইতি বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে ব্যবসা করছি বা বসবাস করছি। আমরাও সেতুর পক্ষে। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন না পেলে জমি ছাড়ব না। আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এলাকাবাসীরা দরবার করব।' প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলির দাবি, 'সুন্দরবনের সব সেতু তৈরির সময় জবরদখলকারীদের ক্ষতিপূরণ ও পূনর্বাসন দিয়েছি। এদের ক্ষেত্রেও তাই দাবি করছি। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রী থাকার সময় অধিগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। এখন কেন তৃণমূল চুপ করে আছে?' জমি অধিগ্রহণে আইনশৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমান। সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব বলে মত দিয়েছেন ১১৭ জাতীয় সড়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদ্য বিদায়ী (নতুন কেউ দায়িত্ব নেননি) ইঞ্জিনিয়ার চন্দন সেন মঙ্গলবার বলেন, 'আমরা সেতু তৈরির জন্য প্রস্তুত। জমি অধিগ্রহণের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা জেলা প্রশাসনকে দেখতে হবে।' বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, 'বিষয়টি আমার দফতরের নয়। তাই কোনও মন্তব্য করব না।'

থানায় বসেই ভুল পরামর্শ

একের পাতার পর

তারা চান পুলিশবাবুরা স্বামীদের ঠিক পথে এনে ঘরটিকে আবার জোড়া লাগিয়ে দিন। অথচ সাথী স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতায় হচ্ছে উল্টো। আবার যাদের ঘর ভেঙে গিয়েছে বা ভেঙে যেতে চলেছে তারা লিখিত অভিযোগ জানাতে ভয় পাচ্ছেন থানায়। তাদের ধারণা সাথী'র স্বেচ্ছাসেবকরাও থানারই লোক।

সবচেয়ে আশ্চর্যের, এই সংগঠনের এহেন বে–আইনি কাজের কথা অর্থাৎ থানায় বসে এই কাজ করার অনুমতি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তাদের কাছে কোনও খবর নেই বলে জানা গিয়েছে। অথচ সাথী নামের এই সংস্থাটি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে নিজেদের সংস্থার নাম জুড়ে দিয়ে থানায় বসেই কু–পরামর্শ দানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত বেলঘরিয়া থানা, টিটাগড় থানা ও কামারহাটি পুলিশফাঁড়িতে এই সংস্থার প্রতিনিধিরা শিশু ও নারী নির্যাতনের কেসগুলিকে নিজেদের মতো করে সমাধান বাতলে দিচ্ছে। আর তাদের এই কাজের উপর কোনওরকম পুলিশি নজরদারি না থাকায় এরা সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারছে বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, থানার কর্তব্যরত আধিকারিকরা এই ধরণের কেসগুলিকে এই সংস্থার কাছে রেফার করে। কিন্তু পরে পুলিশের পক্ষ থেকে আর কোনও তদারকি করা হয় না। ফলে সংস্থার প্রতিনিধিদের পক্ষে থানায় বসেই আইনি পরামর্শের নামে তাদের ভুল পথে চালিত করার অভিযোগ উঠেছে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, সাথী কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল। প্রশ্ন উঠেছে, এই ধরণের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কাজ করার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এইসব কর্মীদের আছে কিনা? এবং থানায় বসে এই কাজ করার অনুমতিই বা এই সংস্থাকে কে দিল? এ প্রসঙ্গে বেলঘরিয়া থানা, টিটাগড় থানা ও কামারহাটি ফাঁড়ি আধিকারিকদের কিছুই জানা নেই বলে তারা মন্তব্য করেন। কারণ তারা দায়িত্বে আসার আগে থেকেই সাথী'র সদস্যরা থানার ঘরে বসেই কাউন্সেলিংয়ের কাজ চালাচ্ছে বলে আধিকারিকরা দাবি করেছেন। এমনকী ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বেলঘরিয়া এডিসিপি সুরেশ কুমার চাঁদভি'রও এ ব্যাপারে কিছু জানা নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি। এ বিষয়ে সাথী'র কর্ণধার এমিলি জনস–এর দাবি, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় সিং টিটাগড় থানাতে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। সেই ছবিও আছে। তবে এ বিষয়ে কোনও লিখিত অনুমতি ও সাথী কর্মীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার প্রশ্নে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি সাথী'র কর্ণধার।

অনাড়ম্বরে বিদায় নবারুণের

একের পাতার পর

গল্ফগ্রিনের বাড়িতে যখন নবারুণবাবুর নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তখন রাজ্যের পক্ষ থেকে দুই মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অরূপ বিশ্বাস অন্তিম শ্রদ্ধা জানান। কিন্তু শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অনুমতিও নাকি তারা নিয়ে নিয়েছিলেন। এটাই জানানো হয়েছে নকশাল পন্থী দলের পক্ষ থেকে। নবারুণ ভট্টাচার্যের মা মহাশ্বেতা দেবীও গল্ফগ্রিনের বাড়িতে যান। এছাড়াও কলেজস্ট্রিটে সংস্কৃত কলেজের সামনে প্রয়াত নবারুণবাবুকে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি রেখে গেলেন তাঁর পুত্র তথাগত (বাও) ভট্টাচার্য এবং পত্নী প্রণতি ভট্টাচার্যকে।

ডঃ অমিয় চৌধুরীর সংযোজন: সাহিত্যিক হিসেবেই নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ। লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন অনেক উঁচু দরের মানুষ। 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়' কবিতাটি পড়ে রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছিলাম। এর পরেই ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ নিবীড় হয়। আমার সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীরও সুসম্পর্ক রয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক যেন ঠিকঠাক হয়ে যায়। আমাকে যখন নবারুণ ফোন করতেন তখন আমি আবার সেই ফোন মহাশ্বেতা দেবীকে ধরিয়ে দিয়ে বলতাম 'দেখুন কে যেন কথা বলবে।' এভাবেই বারংবার চেষ্টা করেছি সম্পর্কটা সহজ করতে। পরবর্তীকালে জয় ভদ্র বলে একজন নিজের স্বার্থে মা এবং ছেলের সম্পর্ক বিষিয়ে দেয়। মহাশ্বেতা দেবীকে সরকারের পক্ষ থেকে রাজডাঙ্গায় যে জমি লিজ দেওয়া হয় পরবর্তীকালে সেখানে বাড়ি করে থাকতে শুরু করেন প্রবীণ লেখিকা। এই বাড়িটির তৃতীয় তল যখন জয় ভদ্রের নামে উইল করে দেন তখন মহাশ্বেতা দেবীকে স্মরণ করিয়ে দিই এভাবে সরকারি লিজের জায়গা কাউকে উইল করা যায় না। জয় ভদ্র যখন দিদির কাছাকাছি আসা শুরু করেন তখন থেকেই তাঁর কাছের অনেক মানুষ সেই বৃত্ত থেকে সরে যেতে থাকে। গতকাল নবারুণের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি সেখানে যাই। আজ সকালেও পিস হেভেন থেকে তাঁর দেহ বের করার সময় পর্যন্ত ছিলাম। এতটাই ভারাক্রান্ত বোধ করছি যে আর শ্মশানে যেতে পারিনি। এটাই ভাবছি আমি বয়সে বড়, থেকে গেলাম। ও কত ছোট, চলে গেল।

আলিপুরে রাজ্য মহিলা কমিশনের জরুরি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ৩০ জুলাই আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা। কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন দোলা সেন–সহ জুন মালিয়া, লকেট চ্যাটার্জি ও অন্যান্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক শান্তনু বসু, পুলিশ সুপার প্রবীন ত্রিপাঠী, জেলার সমাজ কল্যাণ দফতরের আধিকারিক তুষার চ্যাটার্জি–সহ বিভিন্ন সংশোধনাগারের সুপার ও মহিলা থানার ওসি ও আইসিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে কমিশনের প্রতিনিধিরা আলিপুর সংশোধনাগার পরিদর্শনে যান। মহিলা বন্দীদের সঙ্গে কথা বলেন। জেলার সমাজ কল্যাণ আধিকারিক তুষার চ্যাটার্জি বলেন, জেলার মহিলাদের নিরাপত্তা ও তাদের নানা সমস্যা নিয়ে কমিশন বিস্তারিত রিপোর্ট নেয়। আগামী দিনে যাতে কোনও মহিলা সমস্যায় পড়লে প্রশাসন তাদের পাশে দ্রুত দাঁড়াতে পারে সে সব নিয়ে আলোচনা হয়। কমিশনের প্রতিনিধিরা জেলার রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আত্মজর ছন্দে সুরভিত পলাশ

মেহবুব গাজি

ছবি দেখতে দেখতে জীবনকে ছবির ফ্রেমের মতো সুন্দর করে সাজাবার স্বপ্ন দেখতে, ছবি আঁকা আর আঁকা। এখনও নিয়ত চলে নান্দনিকতার শিল্পচর্চা। কতটা বা কতগুলো ছবি আঁকলে শিল্পী হওয়া যায় তার ইয়ত্তা না রেখেই শিল্পকলার পথ হাঁটা শুরু পলাশের। এখন আত্মজর ছন্দে সুরভিত পলাশ। হ্যাঁ শিল্পী পলাশ হালদারের জন্ম ২৮ আগস্ট ১৯৮১, বাবা কৃষ্ণকান্ত হালদার মা কাজল দেবীর আদরের পুত্র পলাশ। মথুরাপুর থানার পাটকী গ্রামে কুঁড়ে ঘরে জন্ম। অসীম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয় সে। তিনি ফার্নিচারের মিস্ত্রি। ছোট থেকে বাবার কাঠের ডিজাইন আর নক্সার কাজ দেখতে দেখতে বড় হয় সে। মনে মনে আঁকা, ডিজাইন করা অভ্যাস করত। পরে বাবার ব্যবসার জন্য মাধবপুর, রঘুনাথপুরে চলে আসা। সেখানে রঘুনাথপুর হাইস্কুলে পড়ার পাশাপাশি আঁকা শিখতে পাঠান ছেলেকে। অল্পদিনেই আঁকার দক্ষতা দেখেই বারাসতে আঁকার নামকরা শিক্ষক আবীর মুখার্জির আঁকার স্কুলে ভর্তি করেন। বেশ কয়েক বছর আঁকা শেখার পর বীরেশ্বরপুরে কলেজে একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া চলে। নানা প্রতিযোগিতায় আঁকায় পুরস্কার আনত। ছেলে বড় হয়ে আর্টিস্ট হোক বাবা চাইতেন। শিল্প চর্চা করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে শিক্ষক আবীর মুখার্জির সঙ্গে এই আলোচনা করে বাবা। সেই জন্য কলকাতা চারুকলা পর্ষদ আয়োজিত এক কর্মশালায় শান্তিনিকেতনে পাঠান। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই কর্মশালায় অন্যদেরও নজর কাড়েন। ছেলেটার সুপ্ত প্রতিভা নজরে আসে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের প্রফেসর নিরঞ্জন প্রধানের। বড় হবার স্বপ্ন দেখান।

নিরঞ্জনবাবুর সহযোগিতায় ২০০০ সালে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে ভর্তি হন। অতি উৎসাহ নিয়ে জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে শহরে পা রাখা। বেশ দক্ষতার সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে নিয়মিত নানা ক্লাস, আউটডোর করা প্রতি বিকালে শিয়ালদা স্টেশনে স্কেচ করা। শিল্পী সত্বার বিকাশ হয় ক্রমশ।

চতুর্থ বর্ষ পড়া কালীন চাকরিও জুটে যায় বেসরকারি ক্ষেত্রে। কলেজ আর চাকরি একসঙ্গে চলে। মোহিনী মোহন কাঞ্জীলাল, আর বি ইন্টারন্যাশনাল (এক্সপোর্ট হাউস), মিত্র ফ্যাশন ডিজাইন–এ কাজ করেছেন।

শিল্পকলাকে ক্রমশ পেশা হিসেবে নিতে গিয়ে আর্থিক উপায়কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেক ক্লাস কামাই করতে হত। দু'দিক নানা কৌশলে এবং দক্ষতায় সামলে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে পঞ্চম বর্ষ ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেন। পিতার সংসারে আর্থিক সঙ্গতি ঠেকাতে চাকরি করতে হয়। চাকরির দিকে ঝুঁকে ইচ্ছা থাকলেও এমভিএ করা অপূর্ণ থেকে গেল (মাস্টার অফ ভিসুয়াল আর্ট) শিল্পী পলাশকে ভালবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেন সুমা। প্রেরণাদাত্রী সুমার সাহচর্যে পলাশ গ্রামে এসে গ্রামের দুঃস্থ দরিদ্র ছেলেদের এই পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি খোলেন আত্মজ কলাকেন্দ্র। প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী নিয়ে। শিল্পচর্চা, নাচ, গান, আবৃত্তি, আঁকা, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ চলছে। এলাকার বহু শিক্ষিত গৃহবধূ, মহিলাদের নিয়ে আত্মজ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়েন। চলছে জুট প্রোডাক্ট, কৃষ্টি, উন্নতমানের পাটজ দ্রব্যের রকমারি জিনিস বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ৩০–৩৫ জন মহিলা নিয়ত এই শিল্পে মেতে আছেন।

শুরু করেছেন এক সুন্দর কেজি স্কুল, সুন্দরবন কলাভবন সুন্দরবনে আর্ট কলেজ হোক এই ধারণা নিয়ে অভিজ্ঞ শিল্পী বীজেন্দ্র বৈদ্যর তত্ত্বাবধানে কাশীনগর শিশুনন্দনে চালাচ্ছেন আর্ট কলেজ সুন্দরবন কলাভবন। টেরাকোটা, সেরামিক, ধাতুচালাই, ফায়ার আর্ট কমার্শিয়াল আর্ট সবরকমের প্রশিক্ষণ চালাচ্ছেন।

গত ২০১২ সালে উল্লোনে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব সম্মেলনে এক অনবদ্য শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তার আঁকা আন্তর্জাতিক স্তরেও সাড়া ফেলে। আমেরিকান সেনেট–সহ বেশ কিছু বিদেশিও পলাশ হালদারের ছবি কিনে নিয়ে যান।

ছবি আঁকা শেখালেও নিজে এখনও নিয়ত রং তুলি ক্যানভাস নিয়ে বসেন। তবে এখন আঁকার স্বাদ আলাদা। নিজের সত্বাকে খোঁজার জন্য আত্মাকে বোঝার জন্য বীজেন্দ্রবাবুর প্রেরণায় নতুন করে তুলি ধরেছেন। ৬ বছরের কন্যা পুর্বাশাকে নিয়ে জীবনসঙ্গী সুমার ভালবাসায় বাবা মায়ের আশীর্বাদে শিল্প সত্বাকে বাঁচিয়ে রেখে বহু কচি কাঁচাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের কাজে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আত্মজ'র সঙ্গে সুরভিত পলাশ।

ধর্ষণের অভিযোগ না নিয়ে সালিশিসভার নিদান ওসি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: এক নাবালিকার ধর্ষণের অভিযোগ না নিয়ে গ্রামের সালিশিসভায় মিটিয়ে দেওয়ার নিদান দিলেন খোদ থানার ওসি। এমনকী দু'দিন ধরে নির্যাতিতার পরিবারকে ফিরিয়ে দেয় থানা। অভিযোগ নির্যাতিতার পরিবারের। অবশেষে ওসির হুকুমে গ্রামে বসে সালিশিসভাও। কিন্তু সমাধানসূত্র না মেলায় গ্রামবাসীদের একাংশের চাপে ধর্ষণের মামলা রুজু করে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত মানিক পাত্রকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মানিক স্থানীয় স্কুলের একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার মাধবনগরে। ধৃতকে বুধবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। নির্যাতিতার মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামে বসবাসকারী দিনমজুর পরিবারের নির্যাতিতা মেয়েটি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী। বয়স মাত্র সাত বছর। অভিযোগ, প্রতিবেশী মানিক দীর্ঘদিন ধরে উত্যক্ত করত তাকে। এমনকী কয়েকবার শ্লীলতাহানির চেষ্টাও করে। গত সোমবার দুপুরে ওই ছাত্রীর বাবা–মা বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে মানিক ছাত্রীর বাড়িতে ঢোকে। অভিযোগ মানিক ছাত্রীকে একলা পেয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর নির্যাতিতা ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেইসময় বিষয়টি জানতে পারে ছাত্রীর বাবা–মা। সেই দিন থানায় অভিযোগ জানাতে যায় নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগ, থানার ওসি দেবদূত দত্ত অভিযোগ না নিয়ে গ্রামে সালিশিসভায় মিটিয়ে দেওয়ার নিদান দেন। মঙ্গলবার গ্রামে স্থানীয় মাতব্বরদের উপস্থিতিতে বসে সালিশিসভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন শাসক তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতা–কর্মী। সালিশিতে উপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করে নিয়ে তৃণমূলের আঞ্চলিক নেতা সহদেব দাস ফোনে বলেন, 'আমরা দুই পরিবারকে নিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কারণ আমরা জানি ছেলেটি নির্দোষ। পরে মেয়ের পরিবার না মেনে থানায় যায়।' কিন্তু ধর্ষণের জন্য সালিশি কেন? সহদেবের জবাব, 'কম বয়সী ছেলে–মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।' বিষয়টি সালিশিতে না মেটার পর অবশেষে গ্রামবাসীদের একাংশ নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। গ্রামবাসীদের চাপে পুলিশ মামলা রুজু করে। রাতেই গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত। অভিযোগ সম্পর্কে ওসি দেবদূত দত্ত মুখ খুলতে চাননি। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) আভারু রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত। তবে সালিশিসভার বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

ডায়েরিয়া প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার

কুনাল মালিক, আলিপুর: গত ২৮ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে পক্ষকাল ব্যাপী ডায়েরিয়া প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধন হল বিষ্ণুপুর–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম দাস মালাকার, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোহন নস্কর, বিডিও শর্মিষ্ঠা রায়, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সর্বাণী ঘোষ, সিডিপিও হর্ষবর্ধন প্রমুখ। সভায় অঙ্গনওয়াড়ী, আশা, এএনএম কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ডায়েরিয়া সচেতনতা বিষয়ক সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ দাস ও প্রহ্লাদ বাউল। সভায় অতিথিরা বলেন, ডায়েরিয়া প্রতিরোধ করতে হলে, বিশুদ্ধ পানীয় জল খেতে হবে, শৌচের আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না। ৬ মাস পর্যন্ত শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করাতে হবে। ডায়েরিয়া হলে ওআরএস ও জিঙ্ক ট্যাবলেট খেতে হবে।

ঈদের দিন মিষ্টি বিতরণ করলেন আইসি

কুনাল মালিক, আলিপুর: দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা পবিত্র ঈদের দিন এলাকায় একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ঈদের দিন সকালে পুলিশের জিপ নিয়ে অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। গাড়িতে ছিল সন্দেশ ও লজেন্স। বিভিন্ন মসজিদে যেখানে নামাজ পড়া হচ্ছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে নামাজের পর ছোট শিশুদের নিজ হাতে মিষ্টি খাওয়ান। এলাকার প্রায় ৮৫টি মসজিদে তিনি যান। সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেন। ২৭তম রমজানের দিন বিভিন্ন মসজিদে ইফতারের ফলও পাঠান। এলাকার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ আইসির ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

গাজী বাবার মেলায় লক্ষাধিক মানুষের ঢল

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: শনিবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুঁটিয়ারী শরিফের গাজী বাবার মেলায় হাজার হাজার মানুষ আসতে শুরু করেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা লক্ষাধিকে পরিণত হয়। এদিন গাজী বাবার মাজারে আসেন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল মণ্ডল, ৪৫ নম্বর জেলা পরিষদের তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী শৈবাল লাহিড়ী প্রমুখ। মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা বলেন, সংখ্যালঘু দফতর থেকে ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে মাজারের সংস্কার করার জন্য। এছাড়া এই মাজারে দেশ বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আবাসিক হোস্টেল।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি

রেজিঃ নং–**S/6670**

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী ১৫ আগস্ট, ২০১৪ সকাল ১১টায় বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

তারিখ – ২৫.০৭.২০১৪

সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য সূচী

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। বার্ষিক হিসাব পেশ।
৪। আগামী ৩ বছরের জন্য কার্যকরী কমিটি গঠন।
৫।সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৬। বিবিধ।

পবিত্র ঈদের প্রাক্কালে চুঁচুড়ায় বস্ত্র বিতরণ

মলয় সুর, হুগলি: পবিত্র ঈদ উৎসবের প্রাক্কালে হুগলির চুঁচুড়া মনসাতলা বিদ্যাসাগর পার্কে হিন্দু–মুসলিম পবিত্র ঈদ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে গত রবিবার সন্ধ্যায় গরিব দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চুঁচুড়া পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ২০০ জন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি হিন্দুদের মধ্যেও পোশাক বিতরণ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি শেখ বামা বলেন, সংখ্যালঘু ভাই–বোনেদের ঈদ মোবারক জানাতে ও হিন্দু–মুসলিম ভাইদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে পেরে আমরা খুশি। এদিন জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের সমানভাবে অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গন মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কারণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হল পবিত্র ঈদ। ষষ্ঠ বর্ষের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার প্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জি, মাইনরিটি সেল–এর ভাইস চেয়ারম্যান অলহাজ কাজি কামালুদ্দিন। এছাড়া চন্দননগর দুর্গাচরণ রক্ষিত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পরিতোষ চ্যাটার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জাহাজের মাল খালাস নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে ধৃত ১১

মেহবুব গাজি, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদার বনাম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পান্নালাল হালদারের লড়াই এবার প্রকাশ্যে চলে এল। হুগলি নদীতে জাহাজের মাল খালাসকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই সিন্ডিকেটের লড়াইয়ে শনিবার রাত থেকে উত্তাল হয়ে উঠল ডায়মন্ড হারবারের নদী তীরবর্তী গ্রামগুলো। জাহাজের গণ্ডগোলের রেশ এসে পড়ে আব্দালপুর, কালীচরণপুরে। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এলোপাথাড়ি বোমাবাজি শুরু হয়। ঘটনার পর বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। ইএফআর জওয়ানরা রুট মার্চ করে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মাল খালাসের কাজ। গ্রেফতার করা হয় আইএনটিটিইউসি'র ১১ জন নেতা কর্মীকে। এদের মধ্যে আছেন সংগঠনের ডায়মন্ডহারবার ইউনিটের সভাপতি নারায়ণ ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ তথা দলের হরিণডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তাপস মল্লিক। ধৃতেরা পান্নালালের অনুগামী হিসেবে চিহ্নিত। ধৃতদের রবিবার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে প্রত্যেকের ২০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেন বিচারক। শাসক দলের নেতা কর্মী হওয়ায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ জামিনযোগ্য ধারা দিয়ে মামলা লঘু করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী সিপিএম ও বিজেপি নেতৃত্ব। আদালতে হাজির ছিলেন পান্নালাল হালদার, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, তুষার হালদার প্রমুখ। এই গণ্ডগোলের নেপথ্যে বিধায়ক দীপক হালদার সরাসরি যুক্ত আছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন কলকাতা পোর্ট ওয়ার্কাস ইউনিয়নের ইউনিট সম্পাদক আফতাব হোসেন মোল্লা। তাঁর অভিযোগ, 'আগে জাহাজের মাল খালাসের পর এজেন্সি টাকা সরাসরি ইউনিয়নকে দিয়ে দিত। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের পর দীপক হালদার নিজের অনুগামীদের নিয়ে পাল্টা একটি ইউনিয়ন করে দেন। সেই থেকে গণ্ডগোলের সূচনা। বর্তমানে প্রত্যেক শ্রমিকের দৈনিক মজুরী থেকে পাঁচ টাকা করে নিয়ে নিচ্ছেন তিনি। শ্রমিকরা এর বিরোধিতা করতেই পরিকল্পনা করে গণ্ডগোল করছেন বিধায়কের লোকজন।' তবে দীপক হালদার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। ধৃতেরা দলের কেউ নয়। সমাজবিরোধীদের লড়াই বলে জেনেছি। আইন আইনের পথে চলবে।' স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, জাহাজের মাল খালাস নিয়ে গণ্ডগোল নতুন কোনও বিষয় নয়। আইএনটিটিইউসি ২০০৮ সাল থেকে পুরোপুরি কব্জা করে নেয় সংগঠন। যা চালান প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান পান্নালালের ঘনিষ্ঠ তুষার হালদার। ২০১১ সালে বিধানসভায় বিপুল জয়ের পর বিধায়ক দীপক হালদারের ঘনিষ্ঠরাও এই কাজে শ্রমিক সরবরাহ করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। সেই থেকে দীপক বনাম পান্নালাল গোষ্ঠীর লড়াই চরমে ওঠে। নিত্যদিন দুই সিন্ডিকেটের লড়াই জলভাত হয়ে দঁড়ায়। বোমা, গুলির আওয়াজ কান পাতলে শোনা যায়। শাসক দলের লড়াই থামানোর জন্য নদীর ওপর মোতায়ের করতে হয় পুলিশ। কিন্তু পর্যাপ্ত জলযান না থাকায় সবসময় পুলিশ মোতায়েন করা যায় না। এবারের গন্ডগোলের সূচনা দু'দিন আগে। মটর বোঝাই একটি জাহাজ খালাস করতে যায় পান্নালাল গোষ্ঠীর শ্রমিকেরা। কিন্তু দীপক গোষ্ঠীর শ্রমিকেরা বাধা দেয়। জাহাজের ওপরের লড়াই এসে পড়ে এলাকায়। রাতে এজেন্সির পক্ষ থেকে নরেন্দ্র শেটিয়া ডায়মন্ডহারবার থানায় একটি মাল লুঠ ও মারধরের অভিযোগ দায়ের করেন। তবে পুরো ঘটনায় পান্নালাল গোষ্ঠীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন জেলা আইএনটিটিইউসি–র সম্পাদক শুভাশিস চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'ধৃতেরা সকলেই তৃণমূলের নেতাকর্মী। বিধানসভা নির্বাচনে দীপকের হয়ে প্রচারও করেছেন এরা। বাকিটা ভবিষ্যত বলবে।'

Govt. of West Bengal
Department of Food & Supplies
Office of the District Controller, South 24-Parganas,
Alipore, Kolkata-27

TENDER NOTICE

A tender notice is floated for appointment of Handling Contractor of godowns under F&S, Deptt. in South 24 Parganas. Information is available at the office of the D.C.F&S South 24 Pgs during office hour from 28.07.2014 and website of http://s24pgs.gov.in

Last date for submission of the Tender in prescribed form on 12.08.2014 up to 3:00 p.m.

District Controller (F&S), S 24 Pgs.

Alipore, South 24 Pgs.

৯৪২/জে.ত.স.দ/ দঃ ২৪ পরগনা/ ২৮.৭.১৪

সীমানা ছাড়িয়ে

গোয়া সুন্দরী ডাকছে সবাইকে তার সৈকতবাসে

সুজিত চক্রবর্তী

পর্তুগিজ ভাষায় 'ডোনা' শব্দের অর্থ কুমারী। আরব সাগরে কুমারী ডোনার মতোই নিজেকে উজাড় করে দিতে চায় জুয়ারি নদী। পানাজী শহর থেকে ৭ কিমি পশ্চিমে হাতুড়ির মতো দেখতে ল্যাটারাইট নির্মিত টিলা। তিনদিক সমুদ্র বেষ্টিত। এর উপরে দাঁড়ালেই আরব সাগরের উদ্দাম আহ্বান। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন? আমি গোয়ার কথাই বলছি। এদেশের ক্ষুদ্রতম রাজ্যটি ভ্রমণার্থীদের কাছে এক অপার বিস্ময় সমুদ্র সৈকত ভূমি। প্রেম যেন গোয়ার আকাশে বাতাসে, সাগরের নীলে সোনাঝরা সৈকতে প্রথমে মনে আসে ডোনা পাওলার প্রেম কাহিনির কথা সঙ্গে সেই স্মৃতিময় সুন্দর ডোনা পাওলা সি–বিচের জলের উদ্দাম আহ্বান কি অবহেলা করা যায়? গোয়া বলতে খোলামেলা সৈকত যাপনের হাতছানি ভাবেন যাঁরা তাঁরা ডুব দিন গোয়ার আরব সাগরের ইতিহাস আর ভূগোলের মেলবন্ধনের ভিতরে। অপার সব রত্নরাশি খুঁজে পাবেন যেমন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে উঠবেন। গির্জা, মন্দির, অভয়ারণ্য, দূর্গ, পাখিরালয় আর অবশ্যই বিখ্যাত সব সমুদ্র সৈকত। কী নেই গোয়াতে। শুধু আন্তরিকভাবে খুঁজে নেওয়ার অপেক্ষা। ভৌগোলিক দিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত সহাদ্রি পর্বতের কোলে অবস্থিত এই ছোট্ট রাজ্যটি। সহাদ্রি পর্বত থেকে ছয় নদী নেমে এসে পাড়ি দিয়েছে আরব সাগরে। ১০৫ কিমি দীর্ঘ গোয়ার সমুদ্র সৈকত ছ–

ন দী র মোহনায় হয়ে উঠেছে মোহময়ী। কাজু, আম, কাঠাল এবং নারিকেল গাছে আচ্ছাদিত ঘন সবুজের দেশ এই গোয়া। গোয়াতেই বিশ্বের সব সেরা সৈকত। তাই বরাবরই দেশি বিদেশি পর্যটকের সরগরম এখানে। নৈশ জীবনে গোয়ানিজরা খুবই আমুদে। বছরে প্রায় ৯ মাস চলে বিভিন্ন উৎসব। কয়েকদশক আগেও গোয়া ছিল কেন্দ্র শাসিত। ১৯৮৭ সালে ৩০ মে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায় গোয়া। গোয়াকে দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে দর্শনীয় বিচগুলি দেখবার জন্য এক উত্তর গোয়া–এর দর্শনীয় স্থানগুলি হল মায়েম লেক, তিন দিকে তিন টিলা বিশাল পাহাড়। ঘন সবুজে ঘেরা, মাঝখানে নিটল নীল জলের হ্রদ, রয়ে পানাজি, মাজুসা, আগুয়াদা দূর্গ, শ্রীসপ্ত কোটেশ্বর মন্দির, টেরে খোল দূর্গ, ভগবান মহাবীর অভয়ারণ্য, সেলিম আলির পক্ষীরালয় ইত্যাদি। এছাড়া দেশের সেরা সৈকত ভূমি হল ভাগা তোর বিচ। অসংখ্য সিনেমার শ্যুটিং হয়েছে এখানে। বিদেশি সৈকতের কথা মনে করিয়ে দেয়। রয়েছে বিখ্যাত আনজুনা বিচ, মারয়েঁছে ভাগা তোর হতে দক্ষিণে অবস্থিত। ঝামা পাথরের সৈকত। ঢেউ খুব তীব্র এখানে নারকেল বন নেই সেভাবে। রুক্ষতায় সৌন্দর্য সবুজ, বহু বিদেশির সমাগম হয়। রয়েছে গোয়ার সৈকতের রানি কালাগুটে। নীল সবুজের সুন্দর মেল বন্ধন। সানবাথে ব্যস্ত বিদেশিরা। পানাজি থেকে ১৬ কিমি দূরে। এই বিচ খুব জমজমাট। আর রয়েছে পানাজি থেকে ৫০ কিমি উত্তরে এই সৈকত আরাম বিলাস পর্যটন নিগমের ব্যবস্থাপনায় ঘুরে আসা যায়। মিষ্টি জলের এক সুন্দর সরোবর রয়েছে এখানে। সি–বিচ রয়েছে ডোনা পাওলা। যার প্রেম কাহিনী দিয়েই ঘেরা এই শহরটি। রয়েছে মন্দির রাজি, মসজিদ, মারগাঁও, লউটোলিম, দুধসাগর, ভাস্কো–দাগামা বন্দর। বিখ্যাত বিচগুলির মধ্যে ডোনা পাওলা, আগোন্ডা যা মারগাঁও থেকে ৩৫ কিমি দূরে নির্জন, নিভৃতে সুন্দর সৈকত ভূমি। রয়েছে পালোলেম বিচ যা অবস্থিত পাহাড়–সাগর–অরণ্য দিয়ে ঘেরা এক অপূর্ব সমৃদ্ধির মধ্যে। আর বিখ্যাত সেই মিরামার সি–বিচ শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে ৩ কিমি দূরে অবস্থিত নীল সাগ, সোনারঙা সৈকত ভূমি যেন বারে বারে আকর্ষণ করে পর্যটকদের।

কোথায় থাকবেন: এই একটা ব্যাপার অপর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে গোয়ায় তা পুরনো গোয়াই হোক বা নতুন গোয়াই হোক না কেন? সবরকম দামের হোটেলের ছড়াছড়ি এখনে প্রতিটি শহর ও সৈকতে। এছাড়াও রয়েছে সরকারি, বেসরকারি পর্যটনের লজ, হলিডে হোম। আদি গোয়ার বাসিন্দারা ঘরও ভাড়া দেয় পর্যটকদের থাকার জন্য। তাই কোনও অসুবিধা নেই এখানে থাকার ও খাওয়ার। সবরকম খাবারই পাওয়া যায়।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া স্টেশন থেকে মুম্বই মেলে মুম্বই পৌঁছাবেন। এছাড়া গীতাঞ্জলি, জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস ও হাওড়া–কুরলা এক্সপ্রেসে মুম্বইতে গিয়ে কোঙ্কন রেলপথেই গোয়া যাওয়ার পক্ষে আদর্শ। জনশতাব্দী মুম্বই থেকে দাদার দিয়ে গোয়ার মারগাঁওতে পৌঁছায় সব চেয়ে কম সময়ে। এছাড়াও অনেক ট্রেন রয়েছে। যা আপনাদের সুবিধা ও পছন্দ মতো ট্রেন বেছে নিয়ে ঘুরে আসুন। মুম্বই থেকে গাড়িতে কিংবা বাসে করে গোয়া পৌঁছানো যায় খুব সহজেই। নিজেরা ঘুরতে চাইলে অসুবিধা কিছুই নেই। তবে গোয়া পর্যটনের কনডাক্ট ট্যুরে ঘোরার পক্ষে বেশ ভাল। অক্টোবর থেকে মার্চ–এর মধ্যে গোয়া যাওয়ার পক্ষে আদর্শ।

শ রী র নি য়ে ক থা

রোগ নিরাময়ে এক ও অদ্বিতীয়—তুলসী

শ্রাবন্তী সরদার

তুলসী হিন্দুদের কাছে দেবী স্বরূপ। শাস্ত্রে এবং পুরাণে তুলসীকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। কিন্তু শাস্ত্রের বাইরে বিজ্ঞানেও স্বীকার করা হয়েছে তুলসীর গুণ অপরিসীম। স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ রক্ষায় তুলসী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উদ্ভিদ। এখন বর্ষাকালে প্রায় ঘরে সর্দি–কাশি–জ্বর লেগেই রয়েছে। কাশির ক্ষেত্রে তুলসীপাতার রস আর মধু খেলে উপকার পাওয়া যায়। সর্দি–জ্বর হলে আদা ও তুলসীপাতার রস একসঙ্গে খেলে অনেকটা

উপশম হয়। বুকে সর্দি জমে থাকলে আদা, তুলসী ও বাসকপাতার রস এবং মধু মিশিয়ে খেলে উপকার হয়।

এইসব রোগ ছাড়াও যেসব রোগে আমরা ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে নাজেহাল হয়ে পড়ছি তুলসী সেসব রোগেও কার্যকরী। তুলসীপাতা কাঁচা ও হলুদের রস মিশিয়ে সেবন করলে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকে। লিভারের বিভিন্ন রোগ যেমন– আলসার ও ক্যানসার প্রতিরোধে তুলসীর রস খুবই কার্যকরী। প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেয়ে যে ক্ষতি হয় তা থেকে লিভারকে রক্ষাও করে এই পাতার রস। এছাড়া, রোজ তুলসীপাতার রস সেবন করলে মানসিক চাপ কেটে যায়।

ত্বকের পক্ষেও তুলসী খুবই উপকারী। মুখে বসন্তের কালো দাগে তুলসীর রস লাগালে দাগ মিলিয়ে যায়। তুলসীপাতা, দূর্বা বেটে ভাতের ফ্যানের সঙ্গে গায়ে মাখলে চুলকানি ও ঘামাচি ভালো হয়। দাদ হলে সৈন্ধব লবণ আর তুলসীপাতা বেটে মলমের মতো লাগালে রোগ উপশম হয়। এছাড়া বোলতা জাতীয় পোকামাকড় কামড়ালে তুলসীর রস লাগালে আরাম পাওয়া যায়। শরীরে হাত–পা জ্বালা করলে এই পাতার রস আর গুলঞ্চর রস মিশিয়ে মাখলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন ব্যথাতেও তুলসীর রসে উপকৃত হওয়া যায়।

তুলসী গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাতেও কিছু কম যায় না। এই গাছ মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করে। একবার এক সমীক্ষায় একদল বিজ্ঞানী তাজমহলকে দূষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাজমহলের চারপাশে তুলসীগাছ বসাতে বলেছিলেন।

তবে এটা মনে রাখা উচিত, যে রোগই হোক না কেন সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এগুলি মাত্র কিছু লক্ষণ এবং তার প্রতিকার নিয়ে বলা হল। কারণ, বলা হয়, মাত্রা মতো সেবন করলে বিষও অমৃতের কাজ করে। আবার যথাবিধি প্রয়োগ না করলে অমৃতও বিষের কাজ করে।

বর্ষায় সর্দি–কাশি, পেটের অসুখ থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়

সৌজন্যে বৈদিক চেতনার পক্ষে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক

বর্ষাকালে জীব–জন্তু, কীট–পতঙ্গ, জীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া সকল জীবের বংশবৃদ্ধি হয়। তার কারণে জীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বাতাসে, জলে ঘুরে বেড়ায় এবং সহজে মানুষের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করে ও রোগ বৃদ্ধি করে। তা সর্দি–কাশিই হোক বা পেটের অসুখ। এই অসুখগুলি ডাক্তারি পরিভাষায় কফ, কাশি, ফ্যারিনজাইটিস, ল্যারিনজাইটিস ইত্যাদি এবং পেটের ক্ষেত্রে অম্ল–অজীর্ণ, গ্যাসট্রলজিয়া, গ্যাসট্রিক আলসার, কোলাইটিস, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি ইত্যাদি বলে। এই বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত, মলাশয় ইত্যাদি এক একটি স্থানে অসুবিধা হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি নামকরণ করা হয়। জলে ভিজলে বৃষ্টির জমা জল দিয়ে হাঁটলে হাঁচি, কাশি, গলা ধরা ইত্যাদি শ্বসনতন্ত্রের রোগ হয়। এই ক্ষেত্রে বাইরে থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করা ভাল এবং ঈষৎ উষ্ণ জলে নাসাপান করা ও সঙ্গে সঙ্গে পাখার হাওয়া না খাওয়াই ভাল। কয়েকটি খালি হাতে ব্যায়াম করা, ব্রিদিং এক্সারসাইজ যেমন ডিপ ব্রিদিং, হ্যান্ড এক্সপ্যানডিং ইত্যাদি। আসন হিসেবে ধনুরাসন, ভুজঙ্গাসন, শশঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎসাসন, খেচুরী মুদ্রা, কপালভাতি, প্রাণায়াম, অনুলোম–বিলোম ইত্যাদি প্রযোজ্য। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগলক্ষণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর নজর দিয়ে ঔষধ নির্বাচন করা দরকার।

ঔষধ হিসেবে ব্রায়োনিয়া, অ্যান্টিমটার্ট, ইউপ্রেসিয়া, ইমিকাক, রাসটক্স, অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা ইত্যাদি প্রযোজ্য। শিশু ও বালকদের ক্ষেত্রে পোটেন্সি ৬ বা ৩০ দু'ফোটা করে ৩ ঘণ্টা অন্তর, বয়স্কদের ক্ষেত্রে পোটেন্সি ৩০ বা ২০০ দু'ফোঁটা করে একইভাবে ৪ ঘণ্টা অন্তর খেতে হবে।

পাচনতন্ত্রের বা পেটের অসুখের ক্ষেত্রে জলবাহিত, শস্যবাহিত বা প্রস্তুত করা খাদ্য বাহিত জীবাণু দ্বারা রোগী আক্রান্ত হয়। এছাড়া অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণ, তাৎক্ষনিক খাদ্য, অতিরিক্ত তেল–মশলাযুক্ত খাদ্য, ভেজাল জাতীয় খাদ্য বেশি প্রাণিজ প্রোটিনের প্রতি আসক্তির ফলে এই সব রোগ দেখা দেয়।

বদহজম, পায়খানা পরিষ্কার না হওয়া, অম্ল অজীর্ণ ও পাকস্থলীতে ক্ষত দেখা যায়। নিয়মিত পরিমিত আহার করতে হবে। তাৎক্ষনিক খাদ্য, অতিরিক্ত তেল মশলাযুক্ত খাদ্য বর্জন করতে হবে। শাক–সবজি বেশি করে খেতে হবে, সিদ্ধ স্যুপ খেলে ভাল। খাওয়ার পরে খেজুরীমুদ্রা, বজ্রাসন করতে হবে এবং একটুকরো আমলকি বা হরিতকী চুসতে হবে। পরিমিত খাদ্যগ্রহণ, চাপ করে না খাওয়া, গুরুপাক বা অনুষ্ঠান বাড়িতে না খাওয়া, নিয়মরক্ষা করা মতো খাওয়া, সকালে প্রাতঃভ্রমণ, সূর্য নমস্কার, কয়েকটি খালি হাতে ব্যায়াম, পাকস্থলি ক্ষত হলে মাড থেরাপি বা মাটি চিকিৎসা, কটি স্নান, কোমরের পটি, খালি পেটে দু'দিন ত্রিফলার জল, দু'দিন লেবুর জল, দু'দিন নিমপাতা ভেজানো জল ও

একদিন চিরতা ভেজানো জল পান করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে তেতো খাওয়া বেশি দরকার। রাত্রি জাগরণ চলবে না। আসন– পবন মুক্তাসন, অর্ধকুর্মাসন, হলাসন, ভুজঙ্গাসন, ময়ূরাসন, মৎসাসন, পদহস্তাসন, যোগমুদ্রা, উড্ডীয়ান, বন্ধ মুদ্রা, অগ্নিসার ধৌতি, সপ্তাহে একদিন বমন, মাসে দু'দিন বিবেচন, প্রত্যহ সকালে সমূত্র পান, মাসে একদিন উপবাস, প্রচুর জলপান করতে হবে। চা, কফি, ধূমপান, মদ বর্জন করতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নাক্সভোমিকা, কার্বোভেজ, লাইকোপোডিয়াম, পোডোফাইলাম, ডায়োস্কোরিয়া, পেট ব্যাথার ক্ষেত্রে ম্যাগফস ৬এক্স, বমি হলে ইপিকাক প্রভৃতি ঔষধগুলি শিশুদের ও বালকদের ক্ষেত্রে পোটেন্সি ৬ বা ৩০ দু'ফোঁটা করে ৩ ঘণ্টা অন্তর এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে পোটেন্সি ৩০ বা ২০০ একইভাবে দু'ফোঁটা করে ৪ ঘণ্টা অন্তর খেতে হবে।

উত্তর ২৪ পরগনায় বর্ষা নেই, স্যালোর জলে চাষ বাঁচাবার চেষ্টা

সাংবাদিক সরকার: কিছু আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাষীদের দুর্গতির চিত্র তুলে ধরেছি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালও একইরকম। বেশিরভাগ জায়গায় বর্ষা না থাকায় চাষ থমকে গিয়েছে। যাদের স্যালোর ব্যবস্থা আছে তারা তার সুযোগ নিচ্ছে। কাছাকাছি খাল পুকুর পেলে তার থেকে জল তুলে চাষ বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চাষীরা।

বনগাঁর নরহরিপুর গ্রামের প্রশান্ত বিশ্বাস (৪০)–এর ১০/১২ বিঘা জমির জন্য ২০ টাকা কেজি দরের ৪০ কেজি লাল স্বর্ণ ধান থেকে বীজতলা তৈরি করেছেন। হাওয়াবাবুদের কথায় ভর করে আষাঢ় কাটালেও আশা ছিল শ্রাবণের বৃষ্টিতে বীজতলা রোপণ করতে পারবেন। কিন্তু শ্রাবণে মেঘ থাকলেও বর্ষা না নামায় বিপাকে পড়েছেন এখানকার নিমাই বিশ্বাস, মনোজিৎ বিশ্বাস, নারায়ণ বিশ্বাস প্রমুখ চাষীরা। এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইছামতীর জল পুষ্ট নাওভাঙ্গা খাল থেকে পাম্প করে অথবা স্যালো বসিয়ে জল সংগ্রহ করবেন। এ থানার কলোপুর গ্রামের সুকুমার দাস (৫১) আড়াই হাজার টাকা খরচা করে স্যালোর জলে ৩–৪ বিঘা জমিতে বীজতলা পুঁতেছেন। এখানে অনেক সবজি চাষও হয়। বিশেষত, বনগাঁর পটল বিখ্যাত। জলের অভাবে সবজি চাষেও বিপদ দেখা দিচ্ছে।

বাগদা থানার মামা–ভাগনা গ্রামের পরিমল বিশ্বাস (৫২) জানালেন, তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি ১৬ বিঘা জমি। তাঁর ভাগে পড়েছে ৬ বিঘা। এ জমিতে সবজি, ফুল, পাট চাষ করে থাকেন। হাওয়াবাবুদের ভরসায় এবার ৬০০ টাকায় ১৫ কেজি ক্ষিতিষ ধানের বীজ থেকে বীজতলা তৈরি করেছেন। হাওয়াবাবুদের কথা মিলল না। বর্ষা হল না। অগত্যা স্যালোর জলে সেচ করে চাষ বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। গাঁদা ফুল, পটল, বেগুন গাছেরা বৃষ্টির জলে স্নান করতে না পারায় ফলনে বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে ধ্বসা রোগ। পাট পচাবার জল নেই। এই গ্রামের জয়দেব বিশ্বাস ৫ বিঘা জমির মধ্যে ২ বিঘায় সবজি ও বাকি জায়গায় সিঙ্গাপুর কলার চাষ করেন। জলের অভাবে চাষ ধুঁকছে। আশপাশের মহীতোষ বিশ্বাস, প্রকাশ বিশ্বাস, বৃন্দাবন প্রমুখ চাষীরা বর্ষা জল না পেয়ে চাতক পাখির মতো আকাশের দিখে সর্বদাই তাকিয়ে আছেন। হাবরার নিকটবর্তী অশোকনগরেরের সমুদ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দ ঘোষ ৭ বিঘা জমির জন্য ২৫ কেজি বীজ ধান থেকে বীজতলা তৈরি করেছেন। সার সমেত তাঁর খরচ হয়েছে ২৫০০ টাকা। বৃষ্টির জলের অভাবে বীজতলা বপণ করতে পারেনি। গাছে গাঁট ধরে যাচ্ছে।

হাসনাবাদের নদী পেরিয়ে খালিকটা গেলে বরুণ হাটের শাহানুর মণ্ডলের (৩০) চাষের খেত। অভাবী ছোট চাষী। আড়াই বিঘা জমিতে ১৫ কেজি বীজ ধান ৩০০ টাকায় কিনে বীজতলা তৈরি করেছেন। বৃষ্টির দেখা না পাওয়ায় পুরোও টাকাটাই জলে যাবার আশঙ্কা। এ গ্রামের এমনিতেই সারা বছর জল সঙ্কট লেগে থাকে। বৃষ্টির জলের দেখা না পাওয়ায় চাষ ও পানীয় জলেরও সঙ্কট তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে। হাসনাবাদ থানার ভবানীপুর গ্রামের শঙ্কর প্রসাদ পান হাজার টাকা খরচা করে ৪ বিঘা জমিতে পাট চাষ করছেন। চাষ ভালই হয়েছে। কিন্তু পাট পচাবার জলের অভাব দেখা দিয়েছে। বৃষ্টির অভাবে পুকুরে পর্যাপ্ত জল নেই। হিঙ্গলগঞ্জের কনকনগর গ্রামের মৌমিতা মণ্ডল ইংরেজিতে এমএ. পাশ করলেও ভুগোল ও চাষ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু পড়াশোনার ঝোঁক আছে। আলিপুর বার্তার মরুচাষের কুফল পাঠ করে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানালেন, বৃষ্টি না হওয়ার প্রকৃত কারণ এই কাগজে ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও সরকারের কেন টনক নড়ে না। দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকদের ঘুম কবে ভাঙবে? গোটা হিঙ্গলগঞ্জ চাষের অভাবে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। এই গ্রামের বিষ্ণুপদ মণ্ডল, বঙ্কিম মণ্ডল, সুকুমার প্রমুখরা বলছেন, জলের অভাবে চাষ পিছিয়েছে। পরে ভারী বর্ষা না হলে চাষ হবে না। চাষীদের মধ্যে চাপা কান্নার রোল উঠেছে। হাড়োয়া থানার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাটোয়ার আটি–র (পোঃ আমতা) বেলাত আলি মন্ডল ৬ বিঘা জমির জন্য ৪০ কেজি বীজধান ফেলেছেন। বীজতলা তৈরি করতে দেড় হাজার টাকা খরচা হয়ে গিয়েছে। বর্ষার অভাবে সবটাই মাটি হয়ে যাবে, হাড়োয়া থানার পিয়ারা গ্রামের নীলকান্ত মুন্ডা জানালেন, তাঁর নিজের জমি নেই। মজুর খেটে চাষ করেন। বর্ষার অভাবে বীজতলা বসাবার কাজ জুটছে না। এই গ্রামের জলিল মোল্লা (৫০) আড়াই বিঘে জমিতে পাট চাষ

কেরেছেন। জলের অভাবে পচাতে পারছেন না।

বসিরহাট থানায় রাজাপুর গ্রামের ৭০ বছরের বৃদ্ধ হীজী হানিফ মোল্লা জানালেন, যে বয়সের ভারে তিনি নিজে আর চাষ করতে পারেন না, তাই ভাই বাগবুল ইসলাম তিল চাষ করেন। গত জ্যৈষ্ঠে হঠাৎ বৃষ্টিতে তিল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জলে ভেজা তিল শুকিয়ে কিছুটা উদ্ধার করা হয়েছে। আষাঢ়ে বৃষ্টির জল না পেয়ে চাষ শুরু করতে পারেননি। তবে পাট চাষ ভাল হয়েছে কিন্তু পচাবার মতো পর্যাপ্ত জল না থাকায় এই এলাকার সব চাষীরাই বিব্রত। বসিরহাটের চৌমাথায় থাকেন তপন সাধু (৪৭)। তিনি চাষী নন। ৬ কাটা বসত বাড়ি জমির কিছু অংশে পেয়ারা, আম গাছ রয়েছে। বৃষ্টির অভাবে গাছগুলি শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।

শুধু তপন সাধুই নন, গোটা উত্তর ২৪ পরগনার মাটি সুজলা সুফলা নাম নিয়ে আর শস্য ফলাতে পারছে না চাষ থেকে শুরু করে মাঝারি–বড় সব ধরনের গাছই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। সরকারি ভ্রান্ত পরিকল্পনায় বর্ষার বৃষ্টি বাতিল হওয়ায় উত্তর ২৪ পরগনায় চাষ–বাস লাটে উঠেছে।

বনগাঁয় উর্বর জমির মাটি কেটে টার্মিনালের কাজ, বিপন্ন চাষীরা

মাটি ও মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা: বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই সমগ্র উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়েই জমি হাঙরদের রমরমা শুরু হয়েছিল। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পরেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন তো হয়নি, বরং তাদের বিচরণক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে। এক ফসলা, দো ফসলা জমি গ্রাস করতে করতে তারা এখন তিন–চার ফসলা উর্বর চাষের জমি গ্রাস করতেও পিছপা হচ্ছে না। এইসব জমি–হাঙরদের গ্রাস থেকে নিজেদের সংসার প্রতিপালনের সামান্য সংস্থানটুকু বাঁচাতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। কখনও স্থানীয় প্রশাসন, কখনও শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে জমি দখল হচ্ছে। সম্প্রতি এমনই একটি অভিযোগ উঠে এসেছে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ থানার অন্তর্গত ছয় ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নরহরিপুর গ্রামে এবং পেট্রাপোল সীমান্ত লাগোয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম জয়ন্তীপুরে। এই দুই গ্রামের প্রায় কয়েকশ চাষীর অভিযোগ, জয়ন্তীপুর ও নরহরিপুরের ১০৬/ ১১০/ ১১১ মৌজায় কারও চার–পাঁচ বিঘা, কারও দশ বিঘা জমি রয়েছে। পেট্রাপোল সীমান্তের আমদানি–রফতানি ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সীমান্ত লাগোয়া, ফিরোজপুর গ্রামেরই হুঁকোর বাঁওড় নামের বিশাল ভেড়িটি ভরাট করে, ইমপোর্ট–এক্সপোর্ট পার্কিং জোন ও আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্রেট করিডর তৈরির কাজ চলছে।

একারণেই দরকার পড়ছে প্রচুর পরিমাণ মাটির। আর তাই রেয়াত করা হচ্ছে না গ্রামের তিন–চার ফসলি উর্বর জমিকেও। বাজার দর থেকে বেশি দাম দিয়ে বিঘা প্রতি জমির মাটি কিনে এই টার্মিনাল তৈরি করছে ঠিকাদাররা। আর এই বেশি দামের টোপের ফাঁদে পা দিচ্ছে একশ্রেণীর দুঃস্থ, অসহায় চাষীরা। ঠিকাদাররা সেই সব জমি থেকে বিপজ্জনকভাবে প্রায় ২০–৩০ ফুট গর্ত করে মাটি কেটে নিচ্ছে। এর ফলে পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত জমিগুলি অন্যান্য চাষীরা বিক্রি করেননি, সেইসব জমিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কার করছেন তারা। তাদের অভিযোগ, এভাবে বিপজ্জনক গর্ত করে মাটি কাটলে বর্ষাকালে পাশের জমিতে ধ্বস নামলে সংসার প্রতিপালনের সংস্থানটুকু শেষ হয়ে যাবে এইসব অনিচ্ছুক চাষীদের। তখন তারা বাধ্য হয়ে এইসব হাঙরদের কাছে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। অনিচ্ছুক চাষীদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নেবার এ এক দূরভিসন্ধিমূলক চক্রান্ত বলে সংশ্লিষ্ট চাষীদের মন্তব্য। তাদের অভিযোগ, এই গ্রামেরই চিত্ত সর্দার ও মধুসূদন মণ্ডল এই দুই দালালের মাধ্যমে এইসব জমির মাটি বিক্রি হচ্ছে। তাদের আরও অভিযোগ, জয়ন্তীপুরে ভারতীয় শুল্ক দফতরের পাশে সরকারি পাম্প ঘর থেকে বিঘা প্রতি চারশ টাকা করে জল পাওয়া যায়। আর এই পাম্পের জমির পাশ থেকে মাটি কাটা হলে পাম্পের পাইপলাইন অকেজো হয়ে পড়বে।

তখন আর চাষের কাজে জল পাওয়া যাবে না। চাষীদের বক্তব্য, জমি দিতে তাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তা এক ফসলি জমি। সে ক্ষেত্রে দালালদের তিন–চার ফসলি উর্বর জমি গ্রাস করাকে মেনে নিতে পারছেন না চাষীরা। দালালদের এই কাজের প্রতিবাদ করায় কয়েকজন চাষীকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

আক্রান্তরা এই ঘটনায় মহকুমা ভূমি সংস্কার দফতর, বনগাঁ থানা ও স্থানীয় পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানায়। কোনও সুরাহা হয়নি। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই মাটি কারবারি এবং দালালদের মতে, বর্তমানে জমিতে চাষে লাভ হচ্ছে না। তাই মুখ্যমন্ত্রীর 'জল ধরো, জল ভরো' প্রকল্পের আওতায় মাছ চাষে লাভ বেশি। আগামী দিনে চাষীদের সেই পথেই নিয়ে আসার জন্যে এহেন উদ্যোগ বলেও মন্তব্য করেন সংশ্লিষ্ট মাটি ব্যবসায়ীরা। এ ব্যাপারে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'আইন তার নিজের পথেই চলবে।' তবে কোনও অনৈতিক কাজকে তিনি সমর্থন করেন না বলে উল্লেখ করেন।

কবি রজনীকান্ত সেনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: কবি রজনীকান্ত সেন–এর সার্ধ শতবর্ষ এবছর। সেই কারণে চন্দননগর থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'টাইমস অফ দক্ষিণবঙ্গ' সংবাদ কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল। রবিবার সন্ধ্যায় চন্দননগরের রবি ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির প্রেক্ষাগৃহে রজনীকান্তের নানা ধরনের গান, আবৃত্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে কবিকে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক আনন্দ মোহন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক অভিজিৎ সুর, অমিত রায়, সুশান্ত সাধুখাঁ, কল্যাণব্রত মজুমদার প্রমুখরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন উৎপল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রশাসনের সম্মতি নিয়ে পূজা করুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৪' ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর দুর্গা পূজা। ৭ অক্টোবর লক্ষ্মী পূজা। লক্ষ্মী পূজার আগের দিন ৬ অক্টোবর পালিত হবে বকরি ঈদ। তারপর কালী পূজা।

উৎসবগুলি বর্ণময় করতে প্রশাসন কিছু বিধি–নিষেধ তৈরি করে। জারি করা নিয়মগুলি যথাযথ মেনে পূজা করার জন্য উৎসব সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে কমিটিগুলির কাছে আবেদন করা হয়েছে।

উৎসব সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী জানান, প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া শুধুমাত্র সরকারি মোহর লাগানো নয়। এর সঙ্গে জড়িত প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার বিষয়টি।

এবার প্রশ্ন হল, অনুমতি পাওয়া যাবে কীভাবে? কে দেবেন অনুমতি? এ সব প্রশ্নের উত্তরে গোবিন্দবাবু জানান অনুমতি দেবেন জেলা শাসক বা নগরপাল। তা পেতে হলে পূজা কমিটিকে তিনটি ছাড়পত্র নিতে হবে। যেমন — যে জমির ওপর প্যান্ডেল হচ্ছে, ওই জমির মালিক, ফায়ার ব্রিগেড এবং বিদ্যুৎ কোম্পানি এবং দূষণ পর্ষদকে পাঠাতে হবে অঙ্গীকার। তিনটি প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র এবং অঙ্গীকার পাঠানোর রসিদ দেখে স্থানীয় থানা অনুমতির ভিত্তিতে সুপারিশ করবে।

গোবিন্দবাবু জানান, অনুমতির কাজ সমাধা করতে পূজা কমিটিগুলিকে বিস্তর ছোটাছুটি ও হয়রানির স্বীকার হতে হয়। এই সমস্যা সমাধানে কমিটি অনুমতি পর্বের সঙ্গে যুক্ত ছয়টি সংস্থাকে এক জায়গায় বসিয়ে অনুমতি পর্ব সমাধা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। 'এক জানালা' পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করবে প্রশাসনের জনমুখী মনোভাবের ওপর। এবার দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দিষ্ট তারিখ হল ৩ এবং ৪ অক্টোবর। অনুমতির কাজ শুরু হবে ৪ সেপ্টেম্বর চলবে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিটি ফর্মের সঙ্গে সহায়ক নথি দিতে হবে। কোন ফর্মের সঙ্গে কী নথি দিতে হবে তা ফর্মে দেওয়া আছে।

অরূপ রতন

যুগ সাগ্নিক (শ্রাবণ সংখ্যা – জুলাই ২০১৪, সম্পাদক – প্রদীপ গুপ্ত): দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় এই সংখ্যাটি সুনাম বজায় রেখেছে। যুগপুরুষ বিবেকানন্দের উপর রচিত নিবন্ধটি ভাল। তবে বিবেক চর্চার জন্য আরও বিষদ পরিসরের অভাব বোধ হচ্ছিল। অনুবাদ কবিতা বিভাগে দু–টি কবিতাই পত্রিকাটির মান বাড়িয়েছে। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের চাকমা ভাষা থেকে অনুদিত কবিতা ও

ভিয়েতনামী সাহিত্য থেকে অমিতাভ চক্রবর্তীর কবিতা আমাদের মনের ঘরে খোলা জানালার কাজ করেছে। তিন পর্বের গল্প গুচ্ছতে নজর কাড়েন প্রদীপ গুপ্ত, সুব্রত ভদ্র ও মানস গঙ্গোপাধ্যায়। সুশান্ত কুমার দে'র রম্য রচনাটি গল্প হিসেবে চিহ্নিত হল কেন! ভারতী দাশশর্মা ও বিনয় দত্ত'র গল্প দুটির মধ্যে মেলোড্রামার আধিক্য। পৃথিবী বিখ্যাত লাভস্টোরি'র কাহিনি বহু চর্চিত, বিয়োগান্ত কাহিনির অবতারণায় বার বার কোনও মারণব্যধির সাহায্য না নিলে কি চলে না! বিনয় দত্তের গল্পের নায়ক অমিত কপাল দোষে ভুল সন্দেহের শিকার হয় কিন্তু বিচারপর্বেও তার প্রকৃত পরিচয় উঠে আসে না কেন, আমাদের পুলিশ বিভাগ কি এতই ভোতা! কবিতা বিভাগে অনেকগুলি মনোগ্রাহী কবিতার দেখা পাওয়া গেল। ধন্যবাদ জানাতে হয় তরুণ সান্যাল, রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, শোভন বিশ্বাস, কানন পোড়ে, শেখ আজাহার, শান্তনু মিত্র, শেফালি সরকার, ইলা দাস প্রমুখ। ছড়াগুলিকে কবিতার মধ্যে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে, আলাদা ঠাঁই হলে পাঠকদের সুবিধাই হত। তারাশংকর দত্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, নিতাই মৃধা মজাদার ছড়া উপহার দিয়েছেন।

প্রচুর বানান ভুল আমাদের উদ্বিগ্ন করে। বাংলা ভাষা চর্চার এই মাধ্যম কি বানান–বিভ্রাটের জালে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করবে কেন। বুক চিরে হয়েছে বুক চিড়ে (২৩ পাতা), দিও শব্দ হয়েছে দিয়ো (১২ পাতা), ভুল শব্দটি ভূল ছাপা হয়েছে (১৮ পাতা)। লেখকদের নামও নিস্তার পায়নি। ভারতী দাশশর্মা, ছাপা হয়েছে দশশর্মা (৫৩ পাতা) শাশ্বতী হয়েছেন শ্বাশতী (৬৪ পাতা)। এদিকটায় বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। প্রচ্ছদ ছিমছাম, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। (পত্রিকার ঠিকানা– ২/৫৬এ, নেতাজি নগর, কলকাতা– ৭০০ ০৯২। ফোন – ৯০৫১৪৭১০৭৫)

ইচ্ছে ঘুড়ি (বসুমিত্র দত্ত'র কবিতা গ্রন্থ): প্রবীণ লেখকের এটি দ্বিতীয় কবিতা সংকলন। ছোট–বড় বয়সের পাঠকদের জন্য ৪৮টি কবিতা/ছড়া রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। বসুমিত্রবাবুর বিশেষ কোনও রচনা–ভঙ্গী নেই তবে আন্তরিকতার স্ফুটন প্রায় সব কটি লেখাতেই চোখে পড়ে। ইচ্ছে ঘুড়ি, খুকির ভাবনা, বেচা–কেনা, অতির ক্ষতি, জয়ের মন্ত্র প্রভৃতি ছড়া মনে ছাপ ফেলে। কয়েকটি ছড়ায় ইংরেজি শব্দের অকারণ প্রবেশ ঘটিয়ে লেখক কি এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে ওই শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ তেমন জোরালো নয়! কয়েকটি ছড়া শিশু–পাচ্য মন হল না, যেমন ধর্মের কল, নামকরণ ইত্যাদি। (প্রকাশক– সুমন প্রকাশনী, জগদীশপুর হাট, হাওড়া–৭১১ ১১৪)

মহেশতলায় সান্ধ্য মজলিস

সুমন্ত ভৌমিক

সম্প্রতি মহেশতলার উৎপল দত্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চয়নিকা সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রের পরিবেশনায় এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সহযোগিতায় মহেশতলা সমকৃষ্টি। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল সঙ্গীত, তবলা লহরী যা পরিবেশন করে চয়নিকার ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ। মহেশতলা সমকৃষ্টি প্রযোজিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে মঞ্চস্থ নাটক 'মহামায়া' থেকে বর্তমান আর অতীত জানা গেল। উপস্থাপিত হয় রাজীব ও মহামায়ার প্রেমের কাহিনি। যেখানে ভিলেন ভবানী চন্দ্র চ্যাটার্জি। সে মহামায়ার বিবাহ ঠিক করে এক মৃত্যু পথগামী বৃদ্ধ'র সঙ্গে। দু'দিন বাদে স্বামী মারা গেলে তাকে তার স্বামীর চিতায় ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে আগুন নিভে যায় আর সে পালিয়ে ফিরে আসে রাজীবের কাছে। কারণ তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল। রাজীব সেদিন কথা দিয়েছিল যে মহামায়ার কাপড়ের আঁচল তুলে মুখ দেখবে না। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবার পর তা আর রাজীব না পেরে জোড় করে কাপড়ের আঁচল খুলে দেয়। দেখা যায় একপাশ পুড়ে গিয়েছে। তা দেখে রাজীব চমকে ওঠে। কথা রাখতে পারেনি বলে মহামায়া রাজীবকে ছেড়ে চলে যায়। যুবককে গল্প বলা বৃদ্ধ রাজীব আজও মহামায়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুদাম চক্রবর্তী (রাজীব), পিয়াল দাশগুপ্ত (বৃদ্ধ রাজীব) আর তনয়া সেন (মহামায়া)–এর অভিনয় চোখে পড়ার মতো। মঞ্চ সজ্জা ছিল সাধারণ, তা আরও ভাল করা যেত। রূপসজ্জা ও পোশাক নিয়ে কিছু বলার নেই।

মাঙ্গলিকী

অতি উজ্জ্বল রবীন্দ্র সন্ধ্যা

গত ১০ মে অনুষ্ঠিত হল এক অতি উজ্জ্বল রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক বাংলা শিক্ষা জগতেরই মানুষ গড়িয়া নিবাসী বিশিষ্ট কবি বর্ষীয়ান নিতাই মৃধা। গড়িয়ায় তাঁর আবাসনের প্রশস্ত ছাদে (সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত) এই অনুষ্ঠান হয়। পুরো ছাদটিকে রবীন্দ্রজয়ন্তীর কথা মাথায় রেখেই সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো হয়। মাইক, চেয়ার, ছোট মঞ্চেরও ব্যস্থা ছিল। সর্বোপরি মৃধা দম্পতি আন্তরিক উষ্ণ আপ্যায়ণ (চায়ের সঙ্গে 'টা'–এরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল!) আমন্ত্রিত ২৫ জনের মতো কবি, সাহিত্যিকদের মুগ্ধ করে, সকলে অনুষ্ঠানে আর আমন্ত্রিত রইলেন না হয়ে গেলেন সংস্কৃতি সমৃদ্ধ এক বৃহৎ 'মৃধা' পরিবারের সদস্য।

স্বাগত ভাষণে নিতাই মৃধা সকলকে আরও আপন করে নিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তুহিন ভাদুড়ি। আইটিএম–এর উচ্চ পদাধিকারী কর্মী শ্রী ভাদুড়ি এদিন তাঁর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সঞ্চালনার মাধ্যমেই প্রমাণ রাখলেন। বিজ্ঞান ও কলা জগৎ হাত ধরাধরি করে চলতেই পারে এই প্রসঙ্গে আমরা বিজ্ঞানী সাহিত্যিক অর্থাৎ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথা যেন মনে রাখি।

অতঃপর উদ্বোধনী সঙ্গীত। 'লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন সঙ্গীত শিল্পী শিল্পশ্রী রায়। আরও কিছু গান শোনালেন। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন আসরকে গোড়াতেই হাজার বাতির ঔজ্জ্বলে উজ্জ্বল করল। এদিন অনুষ্ঠানের সভাপতি পদে যাঁকে বরণ করে নেওয়া হল তিনি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের চির উজ্জ্বল, জীবিতকালেই কিংবদন্তী পুরুষ — শ্রী মোহিত গুপ্ত, যিনি ৮০'র কোটায় অনেকদিন আগেই পা দিয়েও সদা ব্যস্ত বাংলা সাহিত্যের বহমান ইতিহাসধর্মী গবেষণার কাজে। তিনি সব অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্র–নজরুল সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। কখনও কয়েক কলি গানে, আবৃত্তিতে চারণ শিল্পী হিসেবেই সুধী শ্রোতাবৃন্দের মন জয় করেন। এদিনও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি — অতি ইতিহাস মনস্কতা নিয়েই তাঁর ভাষণে শ্রীগুপ্ত প্রমাণ রাখলেন, সারা জীবন রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বারবার আসা দুঃখের আঘাতকে কেমনভাবে তাঁর গান দিয়েই প্রত্যাঘাত করেছেন। কোনওদিনই তিনি বাস্তব জীবনের দুঃখ কষ্টের কাছে হার মানেননি আর এইভাবেই আমরা 'রবীন্দ্রনাথ'কে পেয়েছি আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের একান্ত আপনজন হিসেবে বিশিষ্ট কবির মতো। বাগ্মী প্রদীপ গুপ্ত সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে ইদানীং দৈনিক বড় কাজে সাধারণত আর খুঁজে পাওয়া যায় না (রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আগেই অনেক 'বাণিজ্য' হয়ে গিয়েছে)। খেটে খাওয়া মানুষেরা আজও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্বরচিত কবিতা। শুভাশীষ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র সাহিত্যপাঠ নিয়ে বক্তব্য রাখেন, স্বরচিত কবিতাও শোনালেন। এরপর বালক আবৃত্তিকার অয়ন্তিক রায় শোনাল রবীন্দ্র কবিতা, খুবই ভাল লাগল। এবার আসর সমৃদ্ধ হল সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে। অংশগ্রহণ করলেন শিল্পশ্রী রায়, অনিন্দিতা মৃধা, তুহিন ভাদুড়ি, রিমা সরকার। কবি বিমল দেব ('ভি. বালসারা' কবিতা খ্যাত কবি) রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করলেন ব্রাত্য সঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের গীত বিবিধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমেই। তবে শ্রীদেবকে যথাযথ সম্মান জানিয়েই বলব, তাঁর ভাষণে দেবব্রত বিশ্বাসের গানই প্রাধান্য পেল, রবীন্দ্রপ্রতিভা নয়। সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দোপাধ্যায় বললেন, রবীন্দ্রনাথকে আজ, কাল, পরশু দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না তাই রবীন্দ্রজয়ন্তী সারা বছরই পালন করা যায়। তাঁর এই কথার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে খালি ফোল্ডারে রবীন্দ্রনাথের ছবির আবির্ভাব ঘটালেন। পরে শোনালেন রবীন্দ্রনাথকে জাদুসম্রাট পি.সি. সরকার সিনিয়রের জাদু দেখাবার কাহিনি। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শ্রী নিতাই মৃধা সকলের আদর আপ্যায়নের ব্যস্ততার মধ্যেই এক ফাঁকে রবীন্দ্রপ্রতিভা নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ সমৃদ্ধ মননশীল ভাষণ দিলেন। বললেন, তাঁর আয়োজিত এই 'রবীন্দ্রপূজা' পারিবারিক পূজা। তবে নিজের আত্মজ–জামাতা, পৌত্র–পৌত্রীদের সঙ্গে আমন্ত্রিত, উপস্থিত সকল কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী নিয়েই আজ তাঁর এই 'পারিবারিক রবীন্দ্রপূজা'র আয়োজন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি স্বরচিত কবিতাও শোনান। শঙ্কর গুপ্ত শোনালেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক বিশেষ, মূলত ব্যবসায়ী ভারতীয় সম্প্রদায়ের (অন্য ভারতীয় ভাষাভাষি) কৌতূককর মন্তব্য, শোনালেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্বরচিত কবিতা। সুসাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল পাঠ করলেন 'রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান' নিয়ে দুর্দান্ত রম্যরচনা। পাড়ার মোড়ে মোড়ে তরুণেরা কেমনভাবে হৈহল্লা সমৃদ্ধ লঘুচিত্তের রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন প্রতিবছর। দারুণ দারুণ বর্ণনা। রাগমিশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে আসর ঋদ্ধ করলেন দুর্গা হালদার। স্বরচিত কবিতা পাঠে রবীন্দ্র শ্রদ্ধা নিবেদন মূলক ভাষণে আসরকে উজ্জ্বল করলেন গড়িয়া নিবাসী কবি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে তথ্যপূর্ণ আকর্ষণীয় ভাষণ দিলেন যতীন সরকার। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানী মেয়ে' গল্পটির কথা উল্লেখ করেন। প্রধান শিক্ষক ডঃ মনোরঞ্জন দাস বললেন, অর্থনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথের কথা অতি মনোজ্ঞ তথ্যপূর্ণ ভাষণ। যা আসরকে আরও সমৃদ্ধ করল। অনবদ্য কর্ম–কুন্তী সংবাদ পরিবেশ করলেন তুহিন ভাদুড়ি–রিমা সরকার। রবীন্দ্র নৃত্যে আসরকে হীরা–মাণিক্যের ঔজ্জ্বল্য দিলেন নৃত্যশিল্পী অনিন্দিতা ভাদুড়ি। অনুপম রায়ের রবীন্দ্র কবিতাপাঠ ভাল লাগল। জয় ভট্টাচার্য প্রমুখও নানান পাঠে, আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। শিল্পীশ্রী রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটল। আর অনুষ্ঠানের গোড়ায় ফিরে গিয়ে বলা হয়, রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে সভাপতি মোহিত গুপ্ত কর্তৃক মাল্যদানের মাধ্যমেই শুরু হয়েছি অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক নিতাই মৃধা ও তাঁর পরিবারের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। এত উঁচুমানের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য যা তাঁর ভাষাতেই হয়ে ওঠে প্রকৃতই 'রবীন্দ্র পূজা'।

চিত্রকলা প্রদর্শনী

সৌমিতা চৌধুরী

সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে একটি চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনী হয়ে গেল আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস–এ। প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় গত ২২ জুলাই মঙ্গলবার। ২২ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত, রোজ দুপুর তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত সর্বসাধারনের জন্য খোলা ছিল এই প্রদর্শনী। উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের গুণীজনেরা। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ডঃ অমিতা দত্ত, লোকসঙ্গীত শিল্পী ডঃ অমর পাল, ভাস্কর নিরঞ্জন প্রধান, চিত্রতারকা মিতা চ্যাটার্জী, চিত্রশিল্পী ওয়াসিম কাপুর, ধিরাজ চৌধুরী, দেবব্রত চক্রবর্তী, সুব্রত গাঙ্গুলী প্রমুখরা এদিন উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭৬ সালে সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে মেধাসন্ধান,বার্ষিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনীও করা হয় শতাধিক শিক্ষক–শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীদের নিয়ে। প্রতিবছর বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কলামণি, রত্নমণি প্রভৃতি পুরস্কার দিয়ে মেধাবীদের পুরস্কৃত করে এই পরিষদ।

ছবি:বিখ্যাত শিল্পী সলিল বিশ্বাস

এবারে মোট ৯৯ জন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর তাদের শিল্পকর্ম এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরেন। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক কাজল সেনগুপ্ত বলেন, এই প্রদর্শনী প্রতি বছর করা হয় শিল্পীদের আরও উৎসাহিত করতে। সর্বভারতীয় স্তরে প্রদর্শনীটি কলকাতাতেই হয়। আগামী বছর থেকে রাজ্য ও জেলা ভিত্তিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। একটাই বার্তা দিতে চাই, যারা মেধাবী, কিন্তু আর্থিক কারণে পিছিয়ে পড়ছেন, তাদের সাহায্য করার জন্য আমরা সবসময় তৈরি।

কমনওয়েলথ সম্পদশালী করছে ভারতকে

পারঙ্গম বিশ্বাস

অলিম্পিকের আসর হোক কিংবা এশিয়ান গেমস। ভারতীয়দের ঝুলি এখানে কোনওদিনই সেভাবে ভরে না। একমাত্র স্বর্ণযুগের সময় হকিতে ভারত পদক পেত এই দুই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার সম্মেলন থেকে। গত কয়েক বছর সেদিক থেকে ভারতের মান বজায় রাখছে কমনওয়েলথ গেমস। এবারেও যার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখনই বেশ কতকগুলি সোনা, রূপা এবং ব্রোঞ্জ নিয়ে ভারত সমানতালে লড়ে যাচ্ছে বিশ্বের তাবড় কয়েকটি দেশের সঙ্গে। কমনওয়েলথে ভারতের এই উজ্জ্বল পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে শ্যুটিং, কুস্তি, ভারোত্তলন বড় ভূমিকা নিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ভারত যে কটি পদক দখল করেছে তার সিংহভাগ এসেছে এই রাইফেল শ্যুটিং, ভারোত্তলন এবং কুস্তি থেকে। ভারতীয়দের মধ্যে যথারীতি সফল হয়েছেন গগন নারাং, জিতু রাই, সতীশ শিবালিঙ্গম, সুশীল কুমার, যোগেশ্বর দত্তদের মতো প্রতিযোগীরা। এবারের কমনওয়েলথে ভারতের তথা বাংলার নাম রোশন করেছেন হাওড়ার সুখেন দে।

কিছুদিন আগে এই হাওড়ার বাসিন্দা ছন্দা গায়েন দুর্গম কাঞ্চনজংঘা পিক জয় করেও ফিরে আসতে পারেননি। অনুমান করা হয় শৈলসমাধি হয়েছে হাওড়ার এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর। ছন্দার শোকস্মৃতিতে প্রলেপ দিয়েছে সুখেনের এই স্বর্ণ জয়। ভারোত্তলনে সুখেন যে সোনা পেতে পারে তা বোধ হয় তাঁর নিকটতম প্রতিবেশীও বুঝতে পারেননি। এমনকী রাজ্য সরকারও প্রাথমিকভাবে সুখেনের কৃতিত্বকে ঠিক পরিমাপ করতে পারেনি। সুখেনও উগরে দিয়েছিলেন তাঁর ক্ষোভের কথা। আন্দুলের হতদরিদ্র ঘরের ছেলে গ্লাসগোতে রাজত্ব করছেন। তাঁর এই আক্ষেপ খুবই সহজাত। যাক, দেরিতে হলেও সুখেনের সম্মানে এগিয়ে এসেছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা হাওড়া জেলার বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে গিয়ে সুখেনের পরিবারকে জয়ের মিষ্টি খাইয়ে এসেছেন। সরকারও তাঁকে লক্ষাধিক পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১০ সালেও সোনার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলেন ৫৬ কেজি ওয়েটের এই প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গ না দেওয়ায় সেবার শিরোপা জেতা হয়নি তাঁর। সবচেয়ে বড় কথা কোনও রকম আর্থিক সাহায্য বরাতে জোটেনি এই ক্রীড়াবিদের। অথচ এ রাজ্যেই আইপিএল বিজয়ীদের সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বহু অর্থ খরচ করেছেন। এখান থেকে উঠে আসে সেই প্রশ্ন যা দীর্ঘ দিন ধরে পুঞ্জিভূত হচ্ছে সর্বত্র। ক্রিকেট, ফুটবলের পাশাপাশি অন্যান্য খেলাতেও যাতে রাজ্য প্রকৃত সাহায্য দেয়। যাক, আনন্দর দিনে দুঃখের কথা দূরে সরিয়ে একটু উৎসব করা আবশ্যিক। বিশেষ করে বিশ্বের ক্রীড়া জগতে কোণঠাসা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত যখন গ্লাসগোর বিজয়ী মঞ্চে বেজে উঠছে, তখন আর পাঁচজন দেশবাসীর মতো নিঃসন্দেহে চোখে জল চলে আসছে আপনার আমার। দেশকে কমনওয়েলথের আসরে সমৃদ্ধ করেছেন আরও এক বাঙালি। বলাবাহুল্য তিনি আবার মহিলা। হ্যাঁ, ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ভারতের হয়ে রূপো জিতেছেন বাংলার মেয়ে অয়নিকা পাল। এই ইভেন্টেই দেশকে সোনা দিয়েছেন আরও মহিলা অপূর্ভি চান্ডিলা। ছেলেদের বন্দুকবাজির পাশাপাশি মেয়েদের ওস্তাদিও কোনও অংশে কম যাচ্ছে না গ্লাসগো কমনওয়েলথে। অথচ এই গেমস শুরুর আগে পর্যন্ত এতটা ভাবা যায়নি। মনে করা হচ্ছিল বেশ কয়েকটি ইভেন্ট এবার অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ভারতের বাজার হয়তো জমবে না।

অন্যান্য দেশের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে থাকবে তিরঙ্গা জার্সিধারীরা। বিশেষজ্ঞ মহল থেকে বলা হচ্ছিল ভারতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল না হওয়ার অন্যতম কারণ টেনিস এবার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়। কিন্তু সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে গেমসের প্রথম দিন থেকেই গ্লাসগোয় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ভারতীয়রা। এখানে আবার কিছু সমালোচক অন্যভাবে বক্রোক্তি করছেন। তাঁদের বক্তব্য কমনওয়েলথ গেমসে বিশ্বের নামি তারকারা অংশ নেয় না। তার জন্যই ফাঁকা মাঠে নাকি গোল দিচ্ছে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। এই উক্তি যে একেবারেই ঠিক নয় তা প্রমাণ করছেন ভারতীয়রা অনেক নামি তারকাকে হারিয়ে। এই আসর শেষ হওয়ার আগে নিজেদের ঝুলি যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ করে দেশে ফিরতে চাইছে ভারত। উদ্বোধনে শচীনের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে চাগিয়ে দিয়েছে ভারতকে।

মেয়েরা ও আধুনিক খেলাধূলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাশ্চাত্য দেশগুলির দেখাদেখি আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যেও খেলাধূলার চলটা বাড়ছে। ওদের মতোই পুরুষের সমকক্ষ হয়ে চলার লড়াই বেড়ে চলেছে। ফুটবল ক্রিকেট থেকে শুরু করে এমন কোনও খেলা নেই যে মেয়েরা খেলছে না। কিন্তু এটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই আধুনিক যুগের এই খেলাধূলা ও ব্যায়াম পুরুষদের কোনও ক্ষতি না করলেও মেয়েদের কিন্তু তা বিশেষ স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আধুনিক যুগে মেয়েদের মধ্যে খেলাধূলা ও ব্যায়ামের আবির্ভাব যে শুধু মেয়েদেরই স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে তা নয়, বর্তমান সমাজ জীবনেরও এর একটা বড় প্রভাব পড়ছে। সমাজ জীবনের এই বিপ্লব আমাদের দেশের অগ্রগতির পথে একদিন বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ঠিক যেমনটা ঘটছে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। এখানকার অধিকাংশ মেয়েরাই চাকুরিরত। কাজেই আর্থিক দিক থেকে তারা স্বাধীন বলে কারোর বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না। অবাধ মেলামেশার জন্য ওইসব দেশগুলির মেয়েদের আর বিয়ে করার প্রয়োজন হয় না। যদিও বা কেউ মোহ বশে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ও, মোহ কাটতেই তাদের আইনের শরণাপন্ন হতে দেখা যায়। নিজেদের খেয়াল খুশি চরিতার্থ করার অনেকে নিজের সন্তানের দায়িত্ব নিতেও চাইছে না।

তাছাড়া এইসব দেশের ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকেই যেভাবে লালিত-পালিত হচ্ছে, যেভাবে কৈশোর এবং যৌবনে স্কুল কলেজের সহ শিক্ষার কল্যাণে বন্ধুভাবে বড় হয়ে উঠছে, কর্ম জীবনেও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করছে ও অবসর সময়ে ব্যাডমিন্টন, টেনিস খেলে ও আমোদ-প্রমোদ করে কাটিয়ে দিচ্ছে তাতে সমাজজীবনে একটা বিপ্লব তৈরি হয়েছে। এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য রক্ষণশীল মনীষীদের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠলেও তা জনমতের তুলনায় এতই ক্ষীণ যে সোরগোলে তা চাপা পড়ে যাচ্ছে। এইসব দেশের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে মিশে তাদের মতোই খেলাধূলা ও ব্যায়াম করে পুরুষালী ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। হারিয়ে ফেলে মেয়েলি অঙ্গসৌষ্ঠব। দেখা দেয় সন্তানধারণে অসামর্থতা। তাছাড়া মেয়েদের শরীরের গঠনও ছেলেদের থেকে আলাদা। মেয়েদের বস্তিপ্রদেশ চ্যাপ্টা ও প্রশস্ত হয়। উরুর হাড় দুটির অবস্থান তির্যক হওয়ার জন্য মেয়েদের চলাফেরার গতি কেন্দ্রাভিমুখী হয়। আর ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ ছেলেদের গতি হয় কেন্দ্রপ্রসারী।

ছবি: অরিজিৎ মুখার্জি

খেলার আনন্দে

স্কুল অফ কমার্স-এর ফুটবল প্রতিযোগিতা ২৬ ও ২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র সরোবরের সি ফোর মাঠে। ২৭ তারিখ ফাইনালের দিন উপস্থিত ছিলেন অতীত দিনের প্রাক্তন তারকা বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, অমিত বাগচী ও আরও অনেকে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কল্যাণেশ্বর ইন্দু (পল্টু স্যার), শিবব্রত চ্যাটার্জি, রনজিৎ সমাদ্দার, কিংশুক চৌধুরী ও আরও অনেকে। এইদিন কল্যাণেশ্বর ইন্দু জানান, পড়াশোনার সঙ্গে ফুটবল খেলা খুব প্রয়োজন। তাই বিগত কয়েক বছর ধরেই এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছেন। কারণ, শরীর গঠনটাও পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খুবই দরকার।

মুখ থুবড়ে পড়ল ধোনির দল

লর্ডস টেস্টের জয়ের আনন্দ ফিকে হয়ে গেল সাউদাম্পটনের তৃতীয় টেস্টে। ইংল্যান্ডের কাছে ২৬৬ রানে হেরে গেল ভারত। ফলে সিরিজ গিয়ে দাঁড়ালো ১-১। ৫ টেস্টের সিরিজে এখনও বাকি দুটি টেস্ট। যে কোনও দলই জিততে পারে এই সিরিজ। শেষ পর্যন্ত ধোনির হাসি দেখা যাবে, না ইংরেজ অধিনায়ক অ্যালেস্টার কুকের ললাট চওড়া হবে সেটাও এখন দেখার। এবারে টেস্টে প্রথম থেকেই 'ডু অর ডাই' মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ড। লর্ডসের মাঠে পরাজয়ের পর ইংল্যান্ডের প্রেস ছিঁড়ে খাচ্ছিল খেলোয়াড়দের। ক্যাপ্টেন বদলের দাবিও উঠেছিল। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ালো ইংল্যান্ড। তাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন কুক। নিজে ফর্মে তো ফিরলেনই, পাশাপাশি ব্যালান্স, বেল, বাটলাররাও ফর্মের শিখরে থাকলেন এই সিরিজে। প্রথম ইনিংসে ৫৬৯ রান তুলে ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রাহানে এবং ধোনি ছাড়া বাকিরা ব্যর্থ হন। ভারত পিছিয়ে পড়ে ২৩৯ রানে। সেখানেই মূলত জয়ের সোপান গড়ে তুলেছিল কুকের দল। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থতার রেশ লক্ষ্য করা গেল অধিকাংশ ব্যাটসম্যানের মধ্যে। একমাত্র রাহানেই কিছুটা লড়াই দিলেন। বাকিরা ইংরেজ বোলারদের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

শহিদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

মৃত্যু: ৪ আগস্ট, ১৯৩১

বিপ্লবী শহিদ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন যোদ্ধা বাহিনীর অন্যতম প্রধান কর্মী। দলের বোমা প্রস্তুতের কাজে লিপ্ত থাকাকালে সাংঘাতিকরূপে আহত হন।

দেশভক্ত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

মৃত্যু: ৫ আগস্ট, ১৯৫১। ফরিদপুরের জননেতা। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। জেলার সকল সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

বিপ্লবী ভূপতিরঞ্জন ঘোষ

মৃত্যু: ৬ আগস্ট, ১৯৭৭

শৈশবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দেশপ্রেমী নায়কদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনি শোনার মধ্য দিয়ে তাঁর মনে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। ১৯১৭ সালে ময়মনসিংহে কয়েকজন আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন।

জনসেবক কিরণচন্দ্র মিত্র

জন্ম: ১৫ শ্রাবণ, ১২৯০

দেশভক্ত শ্রমিক নেতা। শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে চাকরি ছেড়ে শ্রমিক আন্দোলনে যোদান করেন। ১৯২৮ সালের ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘট তিনি পরিচালনা করেছিলেন।

দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু: ৬ আগস্ট, ১৯২৫

জাতীয়তাবাদের উদ্যোক্তা ও কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের দায়ে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যু: ৭ আগস্ট, ১৯৪১

সার্বভৌম কবি ও ভারতীয় নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন ও স্বদেশী যুগ থেকেই তাঁর ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ।

ম্যাজিক মোমেন্ট

জাদু বর্গের জাদু

জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট্ট বন্ধুরা, এটা হল আসলে একটা সংখ্যার জাদু। যার জন্যে তোমার দরকার একটা পকেট ক্যালেন্ডার (একটা মোটা কার্ডে যাতে ১ বছরের ক্যালেন্ডার ছাপা আছে)। এছাড়া দরকার একটা পেন্সিল।

খেলাটা দেখাবার সময় জনৈক বন্ধুকে ক্যালেন্ডার আর পেন্সিলটা দাও। তারপর বল, তুমি পিছন ফিরলে তাকে এই কাজটা করতে হবে। সে ক্যালেন্ডারটির যে কোনও মাসের ৪টে সংখ্যা খুশি মতো বেছে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে ঘিরবে। তবে তাকে ৪টে এমন সংখ্যা বেছে নিতে হবে যাতে পেন্সিল দিয়ে সংখ্যাগুলোকে ঘিরলে পরে যেন একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়। তারপর তাকে ওই ৪টে সংখ্যা মনে মনে যোগ করে যোগফলটা তোমাকে বলতে হবে। এইভাব পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা করে তুমি বন্ধুর দিকে পিছন ফিরলে।

মনে করা যাক বন্ধু বেছে নিল ক্যালেন্ডারের একটি মাসের ৬, ৭, ১৩, ১৪ তারিখ। যে সংখ্যাগুলিকে পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে সে বর্গক্ষেত্র হিসেবে ঘিরল। তারপর সংখ্যা ৪টে মনে মনে যোগফল বলল ৪০। এটা শুনেই তুমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিলে তার বেছে নেওয়া ৪টে তারিখ হল ৬, ৭, ১৩, ১৪।

কৌশল: বন্ধুর বলা যোগফল ৪০কে ৪ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল থেকে ৪ বাদ দাও। অর্থাৎ তুমি অঙ্কটার উত্তর পেলে ৬। জানবে ৬ হল এক্ষেত্রে বন্ধুর থেকে নেওয়া প্রথম তারিখ। ৬-এর সঙ্গে ১ যোগ কর। পেলে ৭। ৭ হল বন্ধুর বেছে নেওয়া দ্বিতীয় তারিখ। প্রথম তারিখ ৬-এর সঙ্গে ৭ যোগ কর, পেলে ৬+৭=১৩ (মনে রাখবে যে কোনও বর্গক্ষেত্রের প্রথমের সংখ্যার সঙ্গে ৭ যোগ করলে তৃতীয় সংখ্যা হয়)। ১৩ হল বন্ধুর বেছে নেওয়া তৃতীয় তারিখ। এই তৃতীয় তারিখের সঙ্গে ১ যোগ কর। পেলে ১৪। ১৪ হল বন্ধুর বেছে নেওয়া চতুর্থ তারিখ। অতঃপর এই ৪টে সংখ্যা তুমি খুব সহজেই বলে দিতে পারলে। আর বন্ধুও অবাক হয়ে যাবে দেখে যে তুমি তার বেছে নেওয়া ৪টে সংখ্যা ঠিক ঠিক বলে দিয়েছো।

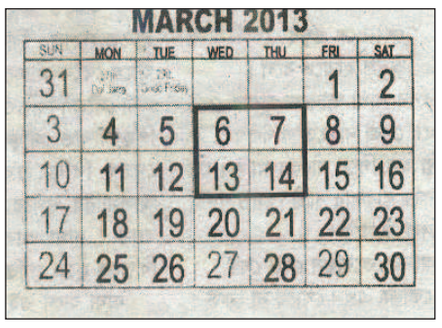

ধাঁধা

গত সংখ্যার উত্তর: জামা

এক গাছি দড়ি
গুছাইতে না পারি।

*উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে **9038640030** এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।*
উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ০৮.০৮.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।

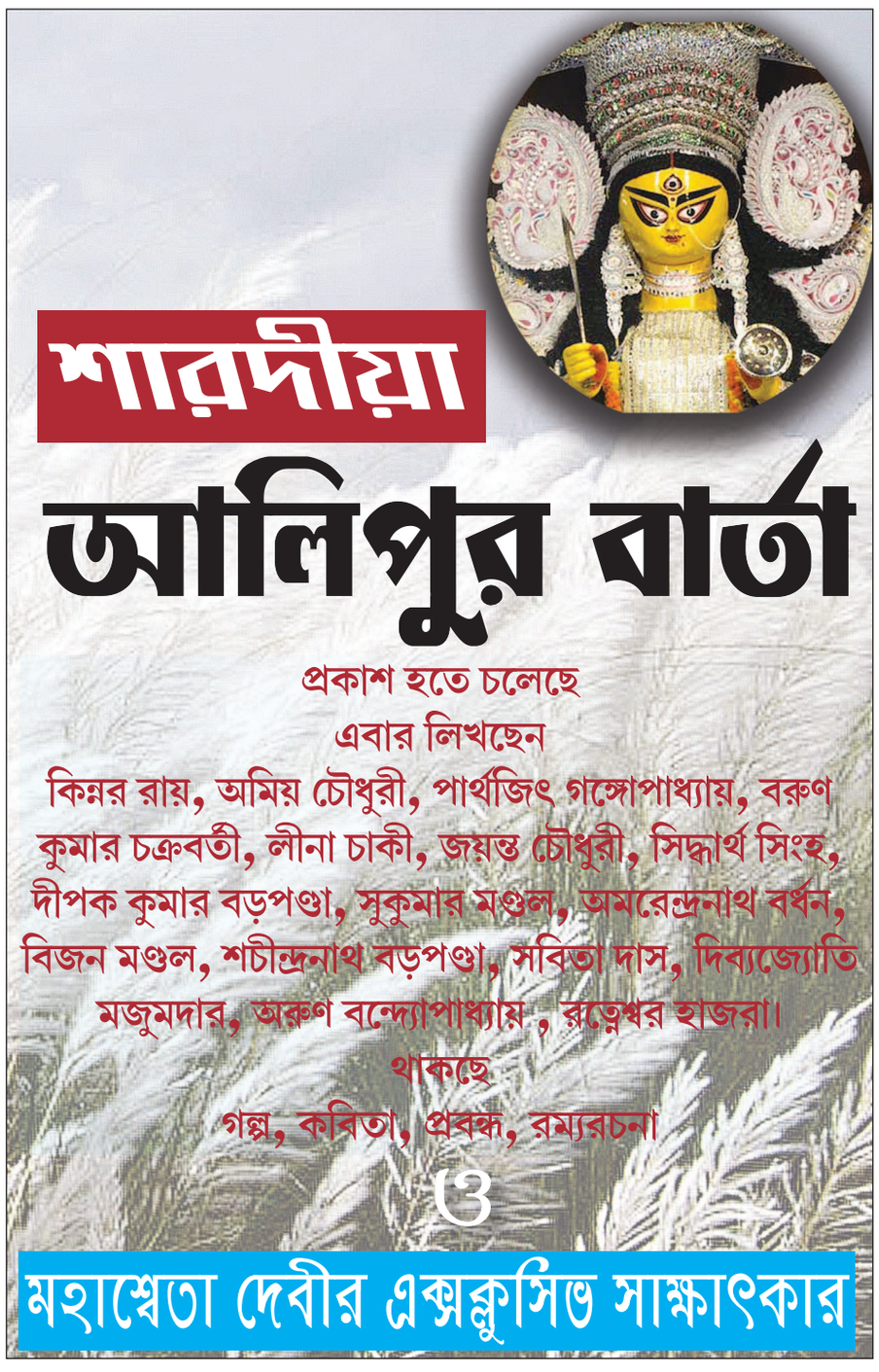

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।